নাম রহস্য

Nama Rahasya

পরিপূর্ণভাবে দিব্যনাম জপের গোপন রহস্য

শ্রীমৎ শচীনন্দন স্বামী

নাম রহস্য পরিপূর্ণভাবে দিব্যনাম জপের গোপন রহস্য শ্রীমৎ শচীনন্দন স্বামী

আমি ২০ জুলাই ১৯৭৫ তারিখে তোমার পাঠানো পত্রটি পেয়েছি এবং তোমার সমস্যাগুলো লক্ষ্য করেছি। আমার পরামর্শ হচ্ছে, তুমি দয়া করে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ; হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে এই মহামন্ত্র জপ কর। এই মহামন্ত্র চিত্ত দর্পণের সমস্ত মল পরিষ্কার করে এবং ভগবানের প্রতি সকল উদ্বিগ্নতামুক্ত শুদ্ধ ভক্তিমূলক জীবন জাগরিত করে।

ওয়াল্ডা বোনার এর নিকট প্রভুপাদের পত্র, ২৪ আগষ্ট ১৯৭৫

নাম রহস্য
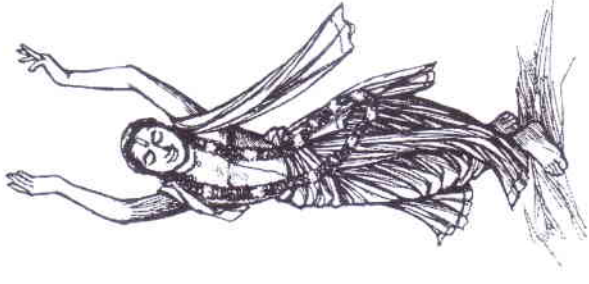
পরিপূর্ণভাবে দিব্যনাম জপের গোপন রহস্য

শ্রীমৎ শচীনন্দন স্বামী

Nama Rahasya (Bengali)

The Confidential Secrets of Chanting
the Holy Name in Perfection

প্রকাশনা ঃ **ভিক্টোরি ফ্ল্যাগ**
ইস্‌কন ভক্তিবৃক্ষ
ইস্‌কন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ মন্দির, চট্টগ্রাম।

প্রকাশক ঃ
চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী
সাধারণ সম্পাদক, ইস্‌কন, বাংলাদেশ।

অনুবাদক ঃ
শ্রী শুদ্ধকান্তি মাধব দাস
ইস্‌কন ভক্তিবৃক্ষ, চট্টগ্রাম

কৃতজ্ঞতায় ঃ
শ্রীমৎ শচীনন্দন স্বামী মহারাজ

সহযোগিতায় ঃ
শ্রীমতি কুন্ডেশ্বরী রাধিকা দেবী দাসী
শ্রী শুভাশিস ঘোষ

প্রথম সংস্করণ ঃ
জন্মাষ্টমী-২০১৩ ইং

মুদ্রণ সংখ্যা ঃ
১০০০ কপি

মুদ্রণে ঃ সপ্তর্ষী গ্রাফিক্স ইন্
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ০১৮১২-০৯৯৩৬৩
e-mail : sdgraphline@gmail.com

উৎসর্গ

এই গ্রন্থটি আমার নিত্য গুরুদেব কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকে প্রীতিসহকারে উৎসর্গ করছি। যিনি সর্বদা আমাকে আমার আধ্যাত্মিক জীবনের পথ প্রদর্শন করেছেন।

এটি আন্তরিক জপকারীদের প্রতিও সশ্রদ্ধভাবে উৎসর্গীত হল। অনুগ্রহকরে আপনার পূর্ণ সন্তুষ্টিবিধানার্থে আপনার সেবায় উৎসর্গীকৃত এই বিনীত প্রয়াসটি গ্রহণ করুন।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

আমি সর্বদাই এই ছোট্ট গ্রন্থটি লিখতে চেয়েছি, কিন্তু পারিনি। আমি অনেক বছর ধরে দিব্য নামের ধর্মতত্ত্ব অধ্যায়ন করেছি এবং দিব্য নামের রহস্য হতে প্রাপ্ত অনেক বিস্ময়কর অন্তদৃষ্টি অনুশীলন করায় চেষ্টা করেছি। অসংখ্য রিট্রিটে অংশগ্রহণ করে, ওয়ার্কশপ এবং সেমিনারগুলোতে আমি কেবল কিছু প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বিনিময় করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার কণ্ঠ এবং কলম স্তব্ধ হয়ে আসে, যখন আমি নাম রহস্য উল্লেখিত কিছু বিষয়ের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করি। সেই অপূর্ণতাটি কী ছিল? সহজ উত্তর হচ্ছে গুরু এবং কৃষ্ণের কৃপা। এটি আমার কাছে একটি অপ্রত্যাশিত পন্থায় আসে।

বসনিয়া পর্বতের চূড়ায় দুরারোগ্য ব্যাধি এবং শল্যচিকিৎসা জনিত অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভের সময় আমি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত "শ্রী চৈতন্য শিক্ষামৃত" গ্রন্থটি পড়েছি। সেখানে ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেটা কাব্যিকভাবে ষষ্ঠ বর্ষণ নামে পরিচিত, তাতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ত্রিশ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পরিসরে দিব্যনাম জপের পরিপূর্ণ রহস্য বর্ণনা করেছেন। যেহেতু আমি পড়ছিলাম এবং পড়ছিলাম, তখন আমি আমার হৃদয়ে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করছিলাম এবং সেইসব মূল্যবান মুহূর্ত স্মরণ করছিলাম, যা প্রত্যেক জপকারী জানেন। ঐসব মুহূর্তগুলোতে, একটি ক্ষুদ্র আধ্যাত্মিক অন্তদৃষ্টি আত্মার গভীর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং সমগ্র জীবসত্তায় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এই ধরণের কিছু মুহুর্তের পর আমরা আমাদের মাথায় আচঁড় কেটে জিজ্ঞেস করি, "সেটা কী ছিল?" সমগ্র ব্রহ্মান্ড খুঁজেও আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা এর সাথে তুল্য কিছু খুঁজে পাই না। ঐ সময় আমরা অনুভব করি, "ওহ্, যদি আমি দিব্য নামের কৃপা লাভের আরো অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারতাম, তাহলে আমার জীবন সার্থক হত এবং আমার আর কিছুই প্রয়োজন হত না।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপায় আমি উৎসাহিত হলাম। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত গ্রন্থ অধ্যায়ন সম্পূর্ণ করার পর আমি কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম এবং শ্রীল প্রভুপাদের কাছে প্রার্থনা করে এই গ্রন্থ লেখা শুরু করলাম খুব অল্প সময়েই এর কাঠামো আপেক্ষিকভাবে একটি আকৃতি ধারণ করল। অত্যন্ত উৎসাহের সাথে আমি এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের উপর সারবিয়ান সামার ক্যাম্পে তিনটি প্রবচন প্রদান করলাম, যেখানে অনেক আন্তরিক জপকারীরা সমবেত ছিল। এইসব জপকারীরা যথাযথ বিবৃতি এবং অনুরোধ উভয়ের মাধ্যমে আমাকে আরো উৎসাহিত করেছিল তাই আমি আমার আলোচনার বিষয়বস্তুকে তাদের উপলব্ধিযোগ্য অনুশীলনমূলক সহায়িকায় উন্নীত করলাম। পুনরায় আমি বসলাম, আমার সমগ্র টীকাসমূহ খুঁজে জপের কিছু প্রকৃত অনুশীলনমূলক প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যোগ করলাম। যার ফলাফল আপনি হাতে ধারণ করেছেন।

আমি এটি আপনাকে বলছি, কারণ এটা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় আপনি যে বিস্ময়কর জ্ঞান প্রাপ্ত হবেন, তার কৃতিত্ব আমার নয়। এটি এখানে আবির্ভূত হয়েছে শুধুমাত্র শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায়,

আমি আমার হস্তস্থিত ঠাকুরের বইতে অনুভব করেছি। প্রার্থনা করি যে দিব্যনামের বিজ্ঞ এবং কৃপালু জপকারীরা র প্রয়াসে প্রাপ্ত যেকোন ধরণের ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন আমাকে দিব্যনামের রসামৃতসিন্ধুর আরো গভীরে প্রবেশ আশীর্বাদ প্রদান করবেন।

যে, যদিও আমি দিব্য নামের মহিমা সম্পর্কে লিখতে ও পছন্দ করি, তবুও আমি আমার বেদনাদায়ক দুরদৃষ্টের সচেতন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমার শ্রীনামের প্রতি প্রকৃত ক্তির ঘাটতি রয়েছে। শ্রীনাম এবং বৈষ্ণবদের চ্ছিন্নভাবে সেবা করার চেষ্টা এবং ধৈর্য ও বিশ্বস্ততাসহকারে র কৃপা লাভের প্রতীক্ষা করাই আমার একমাত্র আশা।

কৃপাভিখারী
ন্দন স্বামী

ভূমিকা

এই গ্রন্থটিতে পরিপূর্ণতার প্রতি আভ্যান্তরীন পরিভ্রমণের একটি সার্বিক ধারণা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। ন্যায়সঙ্গতভাবে, কেউ বলতে পারে, এটাকে একটি স্বতন্ত্র ভ্রমণের মানচিত্রে সাধারণ সীমারেখা হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব কিনা। এক্ষেত্রে প্রথমেই আমি বলব যে, সাধারণ সীমারেখাগুলো খুবই উপকারী, কিন্তু এটি তাঁদের কাছ থেকে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যাঁরা আমাদের পূর্বে ঐ পথে ভ্রমণ করেছেন এবং লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। তাদের অভিজ্ঞতাই আমাদের শেখাতে পারে কিভাবে আমরা অগ্রসর হব।

তবুও আমাদের অবশ্যয় স্বীকার করতে হবে যে, প্রত্যেক জীবাত্মাই তার নিজের গতিপথে পরিভ্রমণ করছে; প্রত্যেক পরিভ্রমণই উচ্চমাত্রায় স্বতন্ত্র। কিছু ভ্রমণকারীরা একটি স্তরে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে তারপর অন্যটিতে যায়, অন্যেরা বিশেষ কৃপাশীর্বাদ অর্জনের মাধ্যমে ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত পথ খুঁজে পায় এবং একই সঙ্গে অন্যরা কিছু ভ্রমণকৌশল আবিষ্কার করে, যা তাদের জন্য কার্যকরী কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে তেমন কার্যকর নাও হতে পারে। তাই একটি সাধারণ সীমারেখা স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতাকে বাদ দিতে পারে না। কৃষ্ণভাবনাময় জীবন সর্বদা জীবাত্মার ভগবানের সাথে অতি সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক এবং কিভাবে জীবাত্মা ভগবানের ডাকে সাড়া প্রদান করে সেই সম্পর্ক পুনস্থাপন করছে তার উপর নির্ভর করে।

আমি আমার বিষয়বস্তুকে দিব্য নামের প্রতি সম্পর্কের ভিত্তিতে

বৈদিক জ্ঞানের তিনটি বিভাজন-নাম সম্বন্ধ, নাম অভিধেয় এবং নাম প্রয়োজন এর অনুরূপ তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছি। এভাবে প্রথম অংশে সঠিক উপলব্ধি অর্জনের মাধ্যমে দিব্য নামের সাথে আমাদের সম্পর্ক প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অংশে জপের অর্থ এবং পরিসমাপ্তি বর্ণনা করা হয়েছে।

তাই বলা যায়, আমি আমার পাঠকদের ঐকান্তিকতা সহকারে জপের এই বিজ্ঞান গ্রহণে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা করতে চাই। মাধুর্যময় জগৎ আমাদের সকলের জন্য অপেক্ষা করছে।

প্রথম অংশ

দিব্য নামসিন্ধুর সন্নিকটে

"আমাদের প্রত্যেকের জন্য এমন একটি সময় আসছে, যখন জাগ্রত আত্মার নিজের প্রকৃত পথ অন্বেষণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অন্য সবকিছুই নিষ্প্রয়োজন বোধ হবে"
-- জপ ডায়েরী, রিট্রিট, ১৯৯১

স্বপ্ন থেকে জাগরণ

যখন আত্মা জড়জীবনের স্বপ্ন থেকে ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়, তখন সে বুঝতে পারে যে, সে দীর্ঘ সময় অকৃতজ্ঞ প্রভু-মন এবং শরীরের সেবা করেছিল। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর লিখেছেন,

ঐসময় জাগ্রত আত্মা সত্যিকার অর্থে শরীর এবং মনকে বলেঃ আমি তোমার সাথে এক নই। তোমার যা আবশ্যক আমি তা চাই না। আমি দীর্ঘকাল বিশ্বাস করেছি যে, আমি তোমাদের সাথে অভিন্ন এবং তাই আমরা সমান আনন্দ বিনিময় করেছিলাম। কিন্তু এখন আমি খুঁজে পেয়েছি যে আমি শ্রেণীগতভাবে তোমাদের চেয়ে ভিন্ন। আমি সম্পূর্ণরূপে আত্মচেতনার নীতি অনুসারে তৈরি, যেখানে তোমরা উভয়েই অনিত্য বস্তু দ্বারা তৈরি.........। তাই যেকোনভাবে আমি তোমাদের দাসত্ব প্রত্যাখ্যান করলাম।

("বৈষ্ণববাদঃ প্রকৃত এবং সহজবোধ্য")

ওহ! আত্মার জাগ্রত মুহূর্তের জন্য কি পরিমাণ সাহস এবং সমর্থন প্রয়োজন। একজন ব্যক্তি হিসেবে তিনি একটি গভীর

নিদ্রার পর কেবল চেতনা ফিরে পেতে শুরু করেছেন, তবুও তন্দ্রালুতা এবং বিপদের মধ্যেও পুনরায় দুঃস্বপ্নে অভিভূত হয়ে পড়েছেন, তাই একজন জাগ্রত আত্মার পুনরায় চক্ষু বন্ধ করা এবং অচেতন অবস্থায় পিছিয়ে পড়া খুবই বিপদজনক।

প্রারম্ভিক জীবাত্মাদের জাগতিক এবং পারমার্থিক জীবন উভয়ের অভিমুখে প্রবণতা থাকে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিবৃত করেছেন যে, যখন আমরা প্রারম্ভিকভাবে একবিন্দু বিশ্বাস অর্জন করি এবং ভাবতে শুরু করি যে, "আমি বৈষ্ণব হতে এবং ভগবানকে সেবা করতে চলেছি," সেখানে আমি এবং আমার ধারণা বর্তমান থাকে, যদিও সেটি অল্প একটু আধ্যাত্মিকতা। আমরা সাধারণত অশিষ্ট মন, যা আমরা প্রকৃতই চাই (বা অন্ততপক্ষে চাওয়া উচিত বলে জানি) এবং যা আমরা প্রকৃতপক্ষে করছি তা থেকে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করি।

নতুন আশা যেটি বিকশিত হতে শুরু করেছে, সেটি অন্যসব বাসনাকে প্রতিরোধ করতে যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন নয়, কারণ দীর্ঘকাল প্রশ্রয় পাওয়ার ফলে ঐসব বাসনাগুলো সুদৃঢ় হয়ে উঠে। আমরা যদি ঐসব নির্দয় নিয়ম থেকে অব্যাহতি লাভের অভিলাষ করি তখন ঐসব পুরাতন স্বভাবগুলো নিষ্টুর প্রভুর মত তাদের পাশবিক শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এরকম এক ব্যক্তির অনিশ্চিত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেনঃ

"হায়, আমি কত দুর্ভাগা। আমি জগতের এই দুরতিক্রম্য সমুদ্রে

পতিত হয়েছি। এখানে নিক্ষিপ্ত হয়ে আমি দুষ্ট বাসনার তীব্র তরঙ্গের শিকার হয়ে অসহায় অবস্থায় ক্রন্দন করছি। কিন্তু আমি উদ্ধার লাভের কোন আশা দেখতে পাচ্ছি না। আমার কি করা উচিত? কিভাবে আমি নিস্তার পেতে পারি? আমি আমার এই কঠিন সংকটের কোন সমাধান দেখছি না। হায়, হায়, আমি খুবই দুর্ভাগা! হে প্রভু আমাকে আপনি গ্রহণ করুন। আমাকে আপনার স্নিগ্ধ শ্রীচরণধূলির আশ্রয়ে গ্রহণ করুন। এই হতভাগ্য লোককে কৃপা করুন।"

(ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ভক্তিবিবেক)

এই বাক্যাংশটি থেকে একটি তীব্রভাব নিঃসরিত হয়ে এসে ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করে। সেখানে এই শব্দগুলো একটি বাষ্পতুল্য চাপ সৃষ্টি করে, যা শক্তিশালীভাবে ভক্তকে জড় এবং চিন্ময় অস্তিত্বের মাঝামাঝি একটি সেতুবন্ধন তৈরি করে অগ্রসর হতে সহায়তা করে। সে তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চম প্রার্থনার গভীরে প্রবেশ করতে পারে, যেখানে এরকম কিছু বর্ণনা করা হয়েছে ঃ হে নন্দপুত্র, প্রেম রাজ্যের রাজা শ্রীকৃষ্ণ, আমি আপনার করুনা প্রার্থনা করি। আমি আপনার দাস। আমি হৃদয়ের গভীরে অনুভব করি যে, আপনার সাথে আমার কোন সম্পর্ক রয়েছে। আমি আপনার অধীন, কিন্তু যেকোনভাবে আমি এই প্রতিকূল অবস্থায় রয়েছি। এখানে আমার মধ্যস্থিত অসংখ্য শত্রুরা আমাকে আপনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই আমি আপনাতে এবং আপনার নামে পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করতে পারছি না।

একই সাথে, আমি আমার হৃদয়ের গভীরতম স্থানে অনুভব

করছি যে, আপনিই আমার একমাত্র প্রভু, আপনিই আমার সবকিছু। আপনার সঙ্গ ব্যতীত আমার হৃদয় কখনোই তৃপ্ত হতে পারে না, তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। আমি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রয়েছি। আমি অবর্ণনীয় দুর্দশা ভোগ করছি। আপনার কৃপা বিনা আমি আমার এই বর্তমান বদ্ধ দশা থেকে মুক্তির কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না।

(শ্রীমৎ মহানিধি স্বামীর প্রবচন হতে উদ্ধৃত)

এরকম একজন সৎ ব্যক্তির আন্তরিক ক্রন্দন খুব শীঘ্রই ভগবানের শ্রীকর্ণে পৌছায়। একজন জাগতিক ব্যক্তির কানে এই ক্রন্দন কারো মানব সত্ত্বার পরিপূর্ণ ব্যর্থতার লজ্জাজনক আবেদন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ভগবানের শ্রীকর্ণে এ ধরনের ক্রন্দন হচ্ছে ভক্তির অনুরনন, যে ধ্বনি শ্রবণ করার জন্য তিনি দীর্ঘকাল ধরে উদ্বিগ্নভাবে প্রতীক্ষা করছেন। এই ধ্বনি জড় মহাবিশ্বের কারাগারের কঠিন দেয়াল ভেঙ্গে ভগবানের হৃদয়ে পৌছায়। তিনি তখন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে শুরু করেন যে, কিভাবে জাগ্রত ভক্তটিকে সহায়তা করা যায়।

সেই উদ্ধার পরিকল্পনায় ভগবানের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে সেই সৌভাগ্যবান আত্মার কাছে ভক্তদের পাঠানো। এই ধরনের ব্যক্তিরা কোন দিকে অগ্রসর হতে হবে তা বুঝতে না পেরে জড় এবং চিন্ময় জীবনের মাঝপথে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন ভগবান প্রেরিত ভক্তদের সাথে তাদের মিলন হয় এবং যদি তারা যথেষ্ট বিনীত হয়, তাহলে কিভাবে তারা উদ্ধার পেতে পারে সেই বিষয়ে জানার জন্য আগ্রহী হয়। তাঁর প্রিয় ভক্তদের বাক্য এবং

কর্মের মাধ্যমে কৃষ্ণ তাদের হৃদয়ে দিব্য নামের প্রতি বিশ্বাস রোপন করেন। বিশ্বাস ভাবের শক্তিশালী বীজের গর্ভাশয় বহন করে, আর ভাব হচ্ছে ভগবানের প্রতি উল্লাসময় প্রেমের মুকুল। এর সারমর্ম হচ্ছে ঃ সৌভাগ্যবান জাগ্রত আত্মারা তাদের দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা দর্শন করার পর ভগবানের প্রকৃত ভক্তদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তারা সেসব ভক্তদের কাছ হতে কৃষ্ণভাবনামৃতের বীজ প্রাপ্ত হন, যেটা কিভাবে ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেম বিকশিত করতে হয় সেই জ্ঞানে পরিপূর্ণ।

দিব্য নাম জপই হচ্ছে ভগবানের প্রতি দিব্য প্রেম বিকশিত করার প্রধান উপায়। সহজ কথায়, কৃষ্ণ বদ্ধ জীবাত্মাদের জীবনে দিব্য নাম রূপে আবির্ভূত হন, যেটা সাধনা (অনুশীলন) এবং সাধ্য (অনুশীলনের লক্ষ্য) উভয়ই। দিব্য নামজপ পথ এবং লক্ষ্য, অর্থ এবং সমাপ্তি উভয়ই।

****

স্বয়ং কৃষ্ণের চেয়ে অধিক কৃপালু

শাস্ত্রসমূহ (বৈদিক সাহিত্য) সর্বসম্মতভাবে ঘোষণা করছে যে, কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণনামের মধ্যে সামান্যতমও পার্থক্য নেই, কারণ দিব্য নামের প্রকৃত স্বভাব সামগ্রিকভাবে আধ্যাত্মিক। দিব্য নাম চৈতন্যরস বিগ্রহ রূপে নিজেকে প্রকাশ করে, যা চিন্ময় রসে পূর্ণ একটি নিত্য চেতনরূপ। কিন্তু আমরা আমাদের জড় বদ্ধ কর্ণ এবং চক্ষুর সাহায্যে ভগবানকে শুনতে এবং দেখতে পারি না, তাই আমরা আমাদের জড় রোগগ্রস্থ কর্ণ এবং চক্ষুর সাহায্যে দিব্য নামের প্রকৃত স্বরূপ শ্রবণ এবং দর্শন করতে পারি না। সেজন্য প্রথমে দিব্য নামের কৃপায় আমাদের আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়গুলোকে জাগ্রত করা প্রয়োজন।

কৃষ্ণের পবিত্র নাম কৃষ্ণের চিন্ময় স্বরূপের চেয়েও অধিক কৃপালু। কেননা, কৃষ্ণ শুধুমাত্র পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ হৃদয়ে তাঁর চিৎস্বরূপে অবস্থান করেন। কিন্তু কৃষ্ণনাম এতই কৃপালু যে, তা অপরিশুদ্ধ জীবাত্মার হৃদয়েও আবির্ভূত হয়ে সেই হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে। বলা হয় যে, এই নামরূপে কৃষ্ণ ঝাড়ুদারের ভূমিকা অবলম্বন করে জীবাত্মার হৃদয়স্থিত অন্তহীন অজ্ঞতা, অপরিমেয় জড় বাসনা এবং কর্মের প্রতিক্রিয়ারূপ সমস্ত জড় কলুষ পরিমার্জন করেন। যখন জপকারী ভগবানের অপ্রাকৃত নাম উচ্চারণের সময় অবর্ণনীয় চিন্ময় আনন্দ অনুভব করে তখন সেই আনন্দপূর্ণ মূহুর্তই ঘোষণা করে যে, তার হৃদয় পরিশুদ্ধ হচ্ছে। তখন জপকারীর গণ্ডদেশ বেয়ে আনন্দাশ্রু নির্গত হয় এবং তাঁরা গভীর অনুরাগ সহকারে শ্রবণ, কীর্তন ও কৃষ্ণনাম স্মরণের পন্থা অবলম্বন করতে শুরু করে। এই জপের মত আর অন্য কিছুই কৃষ্ণকে আকর্ষণ করতে পারে না। তাই ভক্তের

হৃদয়ে আবির্ভূত হওয়ার মাধ্যমে কৃষ্ণ নিজেকে প্রকাশিত করেন এবং জড় কলুষের সর্বশেষ বিন্দুটিও অপসারণ করেন। সে তখন তার চমৎকার উজ্জ্বল ধুতি পরিধান করে এবং দীপ্তিময় অলংকারে সজ্জিত হয়ে প্রণত হয়।

কাব্যিকভাবে কৃষ্ণনামকে ঝাড়ুদারের সঙ্গে তুলনা করে আমি কৃষ্ণের দিব্য নামকে কৃষ্ণের অন্যান্য রূপের তুলনায় নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্গত বলে বোঝাতে চাইনি। দিব্য নাম হচ্ছে কৃপার সবচেয়ে উন্নতর স্তর। অবিশ্বাস্যভাবে তিনি এতই কৃপালু যে, তিনি হৃদয় পরিমার্জনের মত এই আশ্চর্যজনক কাজটি করতে পারেন। এভাবেই কৃষ্ণের দিব্য নাম জীবাত্মার সাথে কৃষ্ণের প্রথম সম্পর্ক স্থাপন করে। সেজন্য অগ্নি পুরানে উৎসাহের সাথে সমকণ্ঠে দিব্য নামের প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে ঃ

"কৃষ্ণের দিব্য নাম পূর্ণরূপে চিন্ময়। কোন জ্ঞানই এই নামের চেয়ে মহৎ নয়, এবং কোন তপশ্চর্যা বা ধ্যানের অনুশীলন, কোন আধ্যাত্মিক কর্মফল, কোন ধরনের প্রাণায়াম, কোন ধরনের ইন্দ্রিয়সংযম, কোন ধরনের ধর্মীয় কার্যকলাপ এবং কোন লক্ষ্য এর সমতুল্য হতে পারে না। দিব্য নামই হচ্ছে সর্বোচ্চ মুক্তি, সর্বোচ্চ গন্তব্য এবং সর্বোচ্চ প্রশান্তি। দিব্য নাম চিরন্তন, দিব্য নামই সর্বোচ্চ ভক্তি এবং সর্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিমত্তা। দিব্যনামই সর্বোৎকৃষ্ট প্রেম এবং সর্বোৎকৃষ্ট স্মরণীয় বস্তু। দিব্য নামই জীবাত্মার অস্তিত্বের কারণ। দিব্য নামই জীবাত্মার প্রভু, সর্বোচ্চ পূজনীয় বস্তু এবং সর্বোৎকৃষ্ট গুরু।"

এই উচ্চতর প্রার্থনাটি জাগ্রত ভক্তরা জপ অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত উপলব্ধির মাধ্যমে যাচাই করতে পারেন এবং তাই তাঁরা দিব্য নামের প্রতি আরো গভীর বিশ্বাস অর্জন করেন।

দুই ধরনের জপকারী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর রচিত শ্রী চৈতন্য শিক্ষামৃতে (ষষ্ঠ বর্ষণ, তৃতীয় ধারা) দুই ধরনের সাধকের (অনুশীলনকারী) বর্ণনা দিয়েছেন ঃ প্রারম্ভিক এবং নিরবচ্ছিন্ন। প্রারম্ভিক অনুশীলনকারীরা ধীরে ধীরে তাদের জপ বৃদ্ধি করতে পারেন, যতদিন পর্যন্ত তারা বিরতি ছাড়াই নিরন্তর জপ করতে পারছেন। যখন তাদের অনুশীলন এই ধাপে পৌঁছে, তখন তাঁরা নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনকারীতে পরিণত হয়। ভক্তদের প্রস্তুতি পর্যায়ে বা প্রারম্ভিক ভক্তরা যদিও দিব্য নাম জপের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না। কারণ তখনও তারা তাদের অন্তহীন অজ্ঞতার তিক্ত সংক্রমণে দুর্দশা ভোগ করেন। কিন্তু সুদৃঢ় মানসিকতাপূর্ণ এবং তুলসী গুটিতে একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা হিসাব করে মালা জপ করলে, তাঁরাও নিরবচ্ছিন্ন ধাপ অর্জন করতে পারে। কারণ তাঁরা আন্তরিকভাবে জপের উপর গুরুত্ব দেয়ার চেষ্টা করছে এবং নামের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তাদের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ রয়েছে। তখন তাঁরা আর জপ ত্যাগ করতে চাইবে না। এই মহিমাময় ধাপের একটি চমৎকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হচ্ছে, এই ধাপে কর্মফল, জড়বাসনা এবং উভয়ের মূল কারণ-অজ্ঞতা সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। অন্যকথায়, ভক্তির পথ পরিষ্কার হবে।

ধীরে ধীরে আমাদের জপ বৃদ্ধি করার জন্য বিশ্বাস, সংকল্প এবং চরমে কৃষ্ণের প্রতি গভীর আকর্ষণ অত্যাবশ্যক। উন্নত ভক্তদের সঙ্গ প্রভাবে এই সবকিছু এবং আরো অধিক কিছু অর্জিত হয়।

এই জগত একটি নীতির অধীনে ক্রিয়াশীল, যেটাকে "আকর্ষণ

কমানোর আইন" বলা চলে। এই আইন এমন একটি অজানা নিয়ম নির্দেশ করে যে, পরিণামে তা কোন নতুন কিছু অনুশীলনের প্রতি আগ্রহ কমিয়ে এবং নষ্ট করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক উত্তেজনা সত্ত্বেও আমাদের প্রায় সকলেই এই বিষয়ে অভিজ্ঞ যখন আমরা প্রথম জপ শুরু করি, আমরা ব্যবহারিকভাবে, এমনকি তাৎক্ষনিকভাবে লক্ষ্য করতে পারি যে, যখন আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাঝামাঝি পর্যায়ে রয়েছি, তখনো আমাদের অবস্থান পূর্বেকার মত অপরিবর্তিত রয়েছে মনে হতে পারে এবং তা আমাদের তাৎক্ষনিক মনোযোগ আকর্ষণ করে। দ্বিধাসমূহ তখন দানা বাঁধতে শুরু করে। অথবা আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, জড় শক্তি তার লাখো বাধাবিপত্তি নিয়ে আমাদের পথে হাজির হয়েছে। ফলে, আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের মনোযোগ আমাদের আধ্যাত্মিক গতিপথ থেকে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আমরা তাতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। তখন দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই আকর্ষণ কমানোর আইন এই জগতে কর্তৃত্ব প্রদর্শনের আইনরূপে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।

যদি আমরা নিজেদেরকে এই আইনের শক্তির অধীনে আসতে দেখি, আমরা একে অসাধারণ সাহায্যকারী রূপে দেখতে পাব, যদি আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের আধ্যাত্মিক জগতের বিজ্ঞ অঙ্গীকারগুলো রক্ষা করার জন্য নিজেদের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হই। এই চুক্তিতে বলা হয় নির্বন্ধ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উল্লেখ করেছেন ঃ

নির্বন্ধ অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক অনুশীলনকারীর তুলসী মালায় ষোল

নাম, বত্রিশ অক্ষরের মহামন্ত্র একশ আট বার জপ করা উচিত। চার মালা জপ করলে তাকে এক গ্রন্থি বলে। কেউ এক গ্রন্থি দিয়ে জপ শুরু করতে পারে এবং ধীরে ধীরে ঐ সংখ্যাকে ষোল গ্রন্থি বা চৌষট্টি মালায় উন্নীত করতে পারে। সেটাই একশত হাজার দিব্যনাম জপের নির্ধারিত সংখ্যা। ধীরেধীরে এই দিব্য নামের সংখ্যা তিনশ হাজারে উন্নীত করার মাধ্যমে, কেউ তার সমগ্র জীবনটাকে সহজভাবে জপের মাধ্যমে ব্যয় করতে পারে। সমস্ত পূর্বতন আচার্যরা ভগবানের এই আদেশ অনুসরণ করেই পরিপূর্ণতা অর্জন করেছেন। (হরিনাম চিন্তামনি, অধ্যায়-১২)

এটাই প্রারম্ভিক ধাপ হতে নিরবচ্ছিন্ন জপের স্তরে উন্নীত হওয়ার ঐতিহ্যগত পন্থা এবং এটা আমাদের প্রতিদিন নিয়মিতভাবে একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মালা জপ নির্ধারণ করার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবে। এই সংকল্প গ্রহণের মাধ্যমে আমরা অবশ্যই আমাদের পন্থায় অগ্রগতি লাভ করতে পারব। যারা জপে আরো গভীরভাবে নিমগ্ন হওয়ার অভিলাষী, তাদের জন্য অন্য একটি সহায়ক অনুশীলন রয়েছে। এই পদ্ধতিতে তারা মৃদঙ্গ এবং করতালের মাধ্যমে সংঘবদ্ধভাবে কীর্তন করার প্রতি আরো আকৃষ্ট হতে পারে। সংঘবদ্ধ কীর্তন দ্রুত মনকে দিব্য নামে নিবদ্ধ করে এবং যখন মন দিব্য নামে নিবদ্ধ হয়, তখন ভগবান ভক্তের হৃদয়ে বন্দী হয়ে পড়েন। অন্য ভক্তদের সাথে জপ আমাদের একটি বিশেষ ধরনের আনন্দের অভিজ্ঞতা প্রদান করে – যেটা আমাদেরকে আরো উৎসাহিত করে।

****

দীক্ষা ঃ এটা কি আবশ্যক?

...চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন, কখন আনুষ্ঠানিক দীক্ষা ...বশ্যক নয়, যদি আমরা নাম ভজন অনুশীলন করার অভিলাষ ...রি, তাহলে একজন পথ-প্রদর্শক গ্রহণ করা অপরিহার্য। ...মাদের অনুশীলন জীবনকে সেসব ভক্তদের হৃদয়ের মাধ্যমে ...াহিত করা প্রয়োজন, যাদের কৃষ্ণনামে অবিচলিত এবং ...কান্তিক বিশ্বাস রয়েছে। এটাই ভক্তিশক্তি।

...মের স্রেফ বর্ণগুলো যে কোনস্থানে যে কারো কাছে থাকতে ...রে, কিন্তু এই বর্ণগুলোর পিছনে লুকানো গভীর এবং অজ্ঞাত ...ত্য কেবলমাত্র একজন প্রকৃত আধ্যাত্মিক গুরুর কৃপাতেই ...কাশিত হয়, যিনি শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্ত। এ ধরনের একজন ...ধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শকের কৃপাই আমাদেরকে নামের গোধুলী ...বস্থা থেকে পূর্ণ আলোকিত দিব্য নামের পথে নিয়ে যেতে ...রে এবং এভাবেই তিনি দশবিধ অপরাধ থেকে আমাদের ...ক্ষা করেন, যা আমাদের দিব্য নামের প্রকৃত সেবায় নিয়োগ ...রে। (শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, নাম-ভজন)

...কেবলমাত্র যদি আমরা এই নির্দেশ এবং কৃপা গ্রহণ করতে ...রি, তবেই আমরা মনোযোগ, উৎসাহ এবং অকৃত্রিম আনন্দের ...থে জপ করতে সমর্থ হব।

...ক্ত-বৈরাগ্য ঃ জগতের সাথে সমঝোতা করার দীপ্তিমান পন্থা

...মনকি আন্তরিক জপকারীরাও অবশ্যই জানেন যে, কিভাবে ...রপাশের জগতের সাথে সমঝোতা করতে হয়, যদি তারা ...র্জনীয় ঝামেলাগুলো কৌশলে এড়াতে চান। অনেক ভক্তরা ...দের আধ্যাত্মিক অনুশীলনে ব্যর্থ হন, কারণ তারা এর রহস্য

বুঝতে পারেন না। যখন ভক্তরা জড় জগতে অবস্থান করেন, তখন তাদের অবশ্যয় জড় শরীর এবং মন হতে সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতিতে এই শক্তিকে নিযুক্ত করাকে বলা হয় যুক্ত-বৈরাগ্য। ভক্তরা জানেন যে, যদি তারা মন এবং শরীর এ দুয়ের মধ্যে যে কোন একটাকে অগ্রাহ্য করেন, তাহলে এই বিষয়টি অনাবশ্যক উৎপাত সৃষ্টি করবে এবং তারা যথাযথভাবে তাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলন চালিয়ে যেতে সমর্থ হবেন না। একটি দুর্বল শরীর অবশ্যই একটি দুর্বল মনকে ইঙ্গিত করে। অন্ততপক্ষে প্রাথমিক অনুশীলনকারীদের শারিরীক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে আনন্দে থাকা আবশ্যক। এই ধরনের সুখকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য ভক্তরা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এই জগতে যা কিছু তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অনুকূল তা গ্রহণ করেন। বুদ্ধির দ্বারা ভক্তরা অতিরিক্ত তপশ্চর্যা বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ভোগ উভয়ের কোনটি গ্রহণ না করার শিক্ষা লাভ করেন। কারণ উভয় ধরণের মনোভাবই কৃষ্ণের প্রতি তাদের একাগ্রতা ভঙ্গ করার জন্য কার্যকর এবং তা অনাবশ্যকভাবে মনকে বিষাদগ্রস্থ করে তোলে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের বিংশতি অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুক্ত বৈরাগ্যের মূলনীতি বিশ্লেষণ করার জন্য একটি যথার্থ উপমা প্রদান করেছেন ঃ

দক্ষ অশ্বারোহী দুর্দান্ত অশ্বকে বশে আনতে কিছুক্ষনের জন্য অশ্বটিকে তার যেমন ইচ্ছা চলতে দেয়, আর তারপর লাগাম টেনে ধীরে ধীরে তাকে অভীষ্ট পথে আনে। তদ্রুপ, শ্রেষ্ঠ যোগ পদ্ধতি তাকেই বলে যার দ্বারা যোগী তার মনের গতি প্রকৃতি এবং বাসনা যত্ন সহকারে লক্ষ্য করে ক্রমে তাকে পূর্ণরূপে

নিয়ন্ত্রনে আনতে সক্ষম হন। (ভাঃ ১১/২০/২১)

মাঝে মাঝে "thy brother's ass or his ox" প্রবাদটি দ্বারা দীর্ঘসূত্রিতা বোঝানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভাল আধ্যাত্মিক বন্ধুর সাথে সময় কাটানো, হাসাহাসি, কান্না বা কৌতুক করা, সাতাঁর কাটতে যাওয়া, সুস্বাদু প্রসাদ আস্বাদন এবং আরো অনেক কিছু। কিন্তু আমাদের এসবের আধ্যাত্মিকতার প্রতি সচেতন থাকতে হবে, কারণ মন স্বাভাবিকভাবেই চঞ্চল এবং যাযাবরের মত, ঠিক দুর্দান্ত অশ্বের মতই তা যেকোন সময় আমাদের নিয়ন্ত্রনের বাইরে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে।

মনকে স্থির করার একটি পন্থা হচ্ছে পার্থিব সবকিছুতেই মনের দ্রুত সঞ্চারী স্বভাবের প্রতি সজাগ হওয়া। সত্যিকার অর্থে কেউ মনকে বলতে পারে ঃ

"দেখ ভাই মন, এখানে সবকিছুর জন্ম হয়েছে এবং মৃত্যুও হবে। তুমি কখনোই এই মোহকে ধরে রাখতে পারবে না, যা তুমি এখন অনুভব করছ। যদি তুমি চেষ্টা কর, তাহলে তুমি কেবল হতাশ হবে। অতীতের কিছুই তুমি ধরে রাখতে পারোনি এবং ভবিষ্যৎ তোমার কাছে অগম্য। তাই দয়া করে সকল জাগতিক মোহ এবং আসক্তি পরিত্যাগ কর, যেটা ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এখন কৃষ্ণভাবনাময় আচরণ কর।"

যুক্ত-বৈরাগ্যকে "যথার্থ ত্যাগ" ও বলা যায়। কেননা, যদি আমরা "কীর্তনীয় সদাহরি" (নিরন্তর কীর্তন) এর সাহিত্যিক অর্থ অনুসরণ করি, তাহলে আমাদের ঘুমানো এবং শরীর পরিচর্যা করার মত সবকিছুই পরিত্যাগ করার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু এই ধরনের ত্যাগ যথার্থ নয় কারণ এটি অতি শীঘ্রই

আমাদের শারীরিক অস্তিত্ব শেষ করে দেবে।

সেজন্য দেবতা ব্রহ্মা এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উভয়েই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থানে থেকে আমাদের সহজাত মেধা এবং গুনসমূহ ব্যবহার করে জীবিকা নির্বাহ করার উপদেশ দিয়েছেন। শরীরকে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের একটি বাহনের মত রক্ষণাবেক্ষন করাই সবচেয়ে সহজতম পন্থা। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে আমরা আরো শুদ্ধ হব, তখন আমরা "দুই ধরনের জপকারী" অধ্যায়ে নির্দেশিতভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলন বর্ধিত করার চেষ্টা করতে পারব।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার "ভজন রহস্য" (২/৪০) গ্রন্থে যুক্ত-বৈরাগ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে তার মতামত প্রদান করেছেনঃ

"নিজেকে বৃথা গল্পগুজবে নিযুক্ত না করে, প্রয়োজনীয় কাজকর্মে নিয়োজিত রাখ। ইন্দ্রিয় সমূহকে আনন্দ প্রদানের উদ্দেশ্যে কাজ করো না। সেই অনুসারে আচরণ কর, যাতে তোমার বাচন এবং চিন্তাশক্তি সবল থাকে এবং তাহলেই তোমার যুক্ত বৈরাগ্যের অঙ্গীকার ভঙ্গ হবে না।"

(কিভাবে একজন বদ্ধ জীবাত্মা ছয়টি শত্রুকে নিযুক্ত করে আধ্যাত্মিক অগ্রগতি লাভ করতে পারে, তা পরিশিষ্ট-১ এ আলোচনা করা হবে।) যখন একটি ভ্রমন শুরু হয়, তখন প্রথমেই এর সার্বিক অতিক্রান্ত সীমারেখা সম্পর্কে জেনে রাখা ভাল। পরবর্তীতে যখন এর কোনটি সুপরিচিত হয়, তখন এটি ঐ এলাকার বিস্তারিত মানচিত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে দৃশ্যমান হয়। অনুরূপভাবে জপের ক্ষেত্রেও, যিনি প্রথমে নামের দিব্য রহস্যগুলি উন্মোচন করার অভিলাষ করেন, তার প্রথমে সার্বিক পটভূমি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা উচিত।

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিষয় নির্দেশ করেছেন যে, অত্যন্ত প্রারম্ভিক অবস্থা হতে জপকারীদের দিব্য নামের আধ্যাত্মিক বা অপ্রাকৃত প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন ঃ

নাম ভজনের ক্ষেত্রে (field) প্রবেশের পূর্বে সর্বপ্রথমে প্রত্যেকের নিশ্চিতভাবে জানা উচিত যে, কৃষ্ণের রূপ, নাম, সেবা এবং কৃষ্ণের দাস সবই নিত্যমুক্ত। তাহলেই তাঁরা মায়ার মোহময়ী শক্তির নাগালের বাইরে থাকতে পারবে। কৃষ্ণ, তাঁর চিন্ময় ধাম এবং তাঁর সরঞ্জামাদি সম্পূর্ণরূপে জড় কল্পনার অতীত। অনুরূপভাবে তাঁর সিংহাসন, তাঁর কক্ষ, বাগান, বন, গোবর্ধন পর্বত এবং যমুনা নদী – বস্তুত কৃষ্ণ সম্পর্কিত কোন কিছুই মায়া স্পর্শ করতে পারে না। বিশেষত, যখন আমরা কৃষ্ণের সেবা করি এবং যখন আমরা তার দিব্য নাম জপ করি তখন সর্বাগ্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় প্রকৃতি স্মরণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই উপলব্ধি অন্ধ বিশ্বাসের উপর নয় বরং বিশুদ্ধ এবং চিরন্তন সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

(শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত, ষষ্ঠ বর্ষণ, তৃতীয় ধারা)

কৃষ্ণের জ্ঞান, তাঁর দিব্য সঙ্গীগন, তাঁদের জগৎ এবং কিভাবে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হওয়া যায়, তা আমাদের কাছে আত্মউপলব্ধ ভক্তের শুদ্ধ হৃদয় হতে বাহিত হয়ে আসে, যার উভয় পদই চিন্ময় জগতে বা একপদ চিন্ময় জগতে এবং একপদ জড় জগতে রয়েছে। (এই দ্বিতীয় ধরনের উপলব্ধ ভক্তই তার আধ্যাত্মিক চক্ষু, হৃদয় এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চিন্ময় বাস্তবতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।) এই ধরনের

ভক্তের সঙ্গ করার মাধ্যমে এবং তাদের কথা শ্রবণ, তাদের দর্শন বা তাদের প্রবন্ধ পাঠ করার মাধ্যমে আত্মোপলব্ধির স্ফুলিঙ্গ তাদের হৃদয়ের অগ্নি থেকে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং সেই আগুন আমাদের নিজস্ব অপ্রাকৃত উপলব্ধির আলোকে প্রদান করে। এই আগুন আমাদের হৃদয়স্থিত সকল ভ্রান্ত ধারণা পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

দিব্য নাম অর্থের সূচনা

আধ্যাত্মিক গুরুদের মধ্যে অন্যতম শ্রীল গোপাল গুরু গোস্বামী আমাদের কাছে দিব্য নামের অর্থ প্রকাশ করেছেন ঃ

হরি নাম জপ করার মাধ্যমে সকল পাপ হরতি বা ধ্বংস হয়ে যায়। অগ্নি যেমন অনিচ্ছাকৃতভাবে স্পর্শ হলেও দহন করে, তেমনি অনিচ্ছায় হরি নামোচ্চারণে সর্বপাপ দগ্ধ হয়। এই নাম সমস্ত জ্ঞান এবং চিদানন্দপূর্ণ ভগবানের প্রকৃত চিৎস্বরূপকে প্রকাশিত করে। এভাবেই তা অজ্ঞতা এবং তার প্রতিক্রিয়া ধ্বংস করে। এটাই হরি শব্দটির অর্থ।

অথবা, হরি শব্দটি প্রকাশ করে যে, তিনি সমস্ত জীবসত্ত্বা থেকে জড় অস্তিত্বের ত্রিতাপ ক্লেশ হরণ করেন (হরতি)।

অথবা, হরি শব্দটি প্রকাশ করে যে, তিনি সমস্ত জীবসত্ত্বার মন হরণ করেন (হরতি), যখন তারা শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে তাঁর দিব্য গুণাবলী শ্রবণ করেন।

অথবা, হরি শব্দটি প্রকাশ করে যে, তিনি তার দিব্য কোটি কন্দর্পমোহন লাবণ্যময় রূপ শোভারাশি ও স্বমাধুর্য দ্বারা সর্বলোকবাদী ও অবতারাদির মন হরণ করেন। হরে শব্দটি হরি শব্দের সম্বোধন রূপ।

অথবা, ব্রহ্মসংহিতা অনুসারে, যে ব্যক্তি তার আদর্শ প্রেমের দ্বারা ভগবানের চিত্ত আকর্ষণ করেন, সেই রাধারাণীই হরা। সম্বোধন পদে হরা থেকে হরে।

আগমসমূহ অনুসারে, মূল "কৃষ্" অর্থে সর্বাকর্ষক এবং পরপদ "ণ" অর্থে পরম দিব্যানন্দ বোঝায়। উভয়ের সংযোগে যে "কৃষ্ণ" শব্দ হয়, তার অর্থ হচ্ছে "সর্বাকর্ষক, পরমানন্দদায়ক পরমেশ্বর ভগবান।" কৃষ্ণই হচ্ছেন সর্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবান। কৃষ্ণ শব্দটি সম্বোধন পদে ও অপরিবর্তিত থাকে।

আগমে আরো বিবৃত করা হয়েছে যে, কেবল প্রথমাক্ষর "রা" শব্দ উচ্চারণ করার দ্বারা শরীরস্থ সকল পাপ পলায়ন করে। আর শব্দের দ্বিতীয়ার্ধ "ম" শব্দটি পাপের পুনপ্রবেশে কপাট বা বন্ধ দ্বার স্বরূপ পাপের পুনঃপ্রবেশ প্রতিহত করে। পুরাণসমূহে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, যিনি রাধার সাথে নিত্য রমণ করেন, তিনি রাম নামে পরিচিত। এটা কৃষ্ণকে নির্দেশ করে।

(শ্রীল গোপাল গুরু গোস্বামী রচিত অনির্দিষ্ট পুরাণ, শ্রী চৈতন্য শিক্ষামৃতের ষষ্ঠ বর্ষণ, তৃতীয় ধারা হতে উদ্ধৃত)।

****

দ্বিতীয় অংশ

দিব্য নামের রহস্য উন্মোচনের পন্থা

দিব্য নাম সিন্ধুর সন্নিকটে ভক্ত হিসেবে কি ঘটল তা সংক্ষেপে উপলব্ধি করার পর জপের মাধ্যমে পরমেশ্বরের প্রতি দিব্য প্রেম বিকশিত করার গোপনীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে পরবর্তী নির্দেশনা শ্রবণ করা খুবই উপকারী।

প্রতিবন্ধকতা পরিহার কর

জপের অগ্রগতিকে একটি ভ্রমণের সাথে তুলনা করা যেতে পারে যা ভূমিধ্বস বা পাগলা হাতির উপস্থিতি জনিত কোন ভীষণ প্রতিবন্ধকতার কারণে থেমে যেতে পারে। আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতি স্তব্ধ করার প্রধান প্রতিবন্ধক সমূহ হচ্ছে তিনটি "অ" ঃ অবিদ্যা, অনর্থ এবং অপরাধ।

দিব্য নামের প্রতি অপরাধ বর্জন করা ভক্তদের জন্য অত্যাবশ্যক। যদি তারা তাদের মনকে দিব্য নামের প্রতি অপরাধ না করার বিষয়ে নিবদ্ধ করে, অবশিষ্ট দুটি "অ" আপনা-আপনিই অন্তর্হিত হয়ে যাবে। ভাগবত-অর্ক-মরিচী-মালায় (ত্রয়োদশ রশ্মি, অধ্যায়-৫১) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীমদ্ভবগবত ৬/১/১২ এর নিম্নরূপ অনুবাদ করেছেন ঃ

"যদি কেউ যথাযথ নিয়মানুসারে খাদ্য এবং ঔষধ গ্রহণ না করে সে যেমন রোগাক্রান্ত হয়, ঠিক তেমনি যথাযথ নিয়ম এবং নিয়ন্ত্রনাধীন থেকে যদি কেউ নিয়মিত একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক দিব্যনাম জপ না করে, তাহলে সে কখনোই জপের সুফল অর্জন করতে পারে না। জপ করার নিয়ম হচ্ছে যে, যদি কেউ অগ্রগামীভাবে জপসংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে তার সর্বদা

অপরাধ এবং কৃত্রিমতা বর্জিতভাবে জপ করা উচিত। এটাই জপ, শ্রবণ এবং ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসমূহ স্মরণের মাধ্যমে সুফল লাভ করার নির্দেশিত পন্থা।"

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, অনুবাদ, ভাঃ ৬/১/১২, তাৎপর্য)

দিব্য নাম নিশ্চিতভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সকল রূপের মধ্যে অধিক কৃপালু, কিন্তু একজন প্রভু যেমন তার অপরাধী দাসের কাছ থেকে সমস্ত কৃপা প্রত্যাহার করে নেন, ঠিক তেমনি দিব্য নাম ও একজন অপরাধী জপকারীর উপর হতে তার কৃপা অপসারণ করতে পারেন।

শাস্ত্র আমাদের বলছে যে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার সময় দশবিধ অপরাধ বর্জনীয়। অধিকাংশ পাঠকই সম্ভবত তাদের সাথে পরিচিত। (যারা জানেন না, সেই সব পাঠকদের জন্য আমি আমার "The Nectarean Ocean of the holy name" নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি)। প্রত্যেকটি অপরাধই না-বোধক অর্থ নির্দেশ করে, কিন্তু পরোক্ষভাবে প্রত্যেকটিতে কিছু হ্যাঁ-বোধক নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। দশবিধ নামাপরাধ রূপে প্রদর্শিত এইসব বিধিনিষেধ গুলোর অনুশীলন আমাদের মধ্যকার সুনির্দিষ্ট সদগুণাবলী বিকশিতকরণে সহায়তা করে। কারো অনুশীলনে বা ভজনে দক্ষতাই নিশ্চিতভাবে এইসব প্রতিবন্ধকতা পরিহারের সামর্থ্য নিরূপণ করে।

সেইসব দশবিধ অপরাধ সংক্রান্ত হ্যাঁ-বোধক নির্দেশনাগুলির তালিকা হরিনাম চিন্তামনিতে (অধ্যায়-১৩, শ্লোক ঃ ৩৮-৪১) উপস্থাপিত হয়েছে ঃ

১। প্রশংসা করার মাধ্যমে সাধু-বৈষ্ণব নিন্দা অধ্যবসায়ের সাথে বর্জন কর। (ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন, যে মুখে ভক্তদের নিন্দা করা হয়, সে মুখেই তাদের প্রশংসা করা উচিত। যখন কেউ তার মুখ দিয়ে জীবন বিধ্বংসী বিষ পান করেন, সেই মুখে জীবনদায়িনী অমৃত পান করে সে আরোগ্য লাভ করতে পারে)

২। বিশুদ্ধভাবে উপলব্ধি কর যে, বিষ্ণুই একমাত্র সত্য।

৩। গুরু গ্রহণ কর, যিনি সর্বোচ্চ আন্তরিকতা সহকারে দিব্য নাম প্রদান করেন।

৪। বৈদিক শাস্ত্র গ্রহণ কর, যা দিব্য নামকে সর্বোৎকৃষ্টরূপে মহিমান্বিত করে।

৫। হৃদয় দ্বারা বিশ্বাস কর যে, দিব্যনাম পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ ও চিন্ময়।

৬। বিশ্বাস রাখ যে, দিব্য নাম ভগবান হতে অভিন্ন।

৭। অনন্যচিত্তে সেসব উদ্দেশ্য বর্জন কর, যা পাপ পথে পরিচালিত করে। কারণ যেটি উদ্দেশ্যমূলক, অকার্যকর, সেটিই পাপের বীজ।

৮। কেবলমাত্র তাদের কাছে দিব্য নামের মহিমা প্রচার কর, যাদের দিব্য নামে বিশ্বাস রয়েছে।

৯। সামগ্রিকভাবে সকল অধার্মিক এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তিমূলক ধর্মীয় রীতিসমূহ বর্জন কর।

১০। অবিক্ষিপ্তচিত্তে দিব্য নামের ধ্যান কর।

একটি উপকারী ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের অপরাধগুলো

বর্জনে সহায়তা করবে ঃ

"আমি" এবং "আমার" এই ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করার মাধ্যমে নিজেকে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ, বৈষ্ণব এবং সমগ্র জীবসত্ত্বার বিনীত দাস হিসেবে বিবেচনা কর। "আমি" এবং "আমার" এই ধারণাটি নিজেকে ভোক্তা এবং নিয়ন্ত্রক মনে করার ভ্রান্ত উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি মন্ত্রের মত "আমি হচ্ছি দাস" এই বাক্যটির পুনরাবৃত্তি কার্যকরীভাবে অপরাধ তথা মিথ্যা অহংকারের ভিত্তি ধ্বংস করতে পারে।

এই ধরনের হ্যাঁ-বোধক মনোভাব অবলম্বন করার মাধ্যমে আমরা সফলভাবে সকল দশবিধ অপরাধ বর্জন করতে পারি, তখন শীঘ্রই কৃষ্ণের প্রতি এক ধরনের অনুরাগ জাগ্রত হবে, যা আমাদের বিশুদ্ধ প্রেমের পথে পরিচালিত করবে।

সফলতার সাথে নামাপরাধ বন্ধের উপায়

যদি একবার অপরাধসমূহ সংগঠিত হয়, তবে দিব্য নামের সেইসব বিরুদ্ধাত্মক অপরাধগুলোর বিপরীত আচরণ করা পূর্ণরূপে ঝামেলাপূর্ণ হতে পারে। সেজন্য বুদ্ধিমান জপকারীরা কোন ঝুঁকি না নিয়ে সযত্নে তা পরিহার করেন। যদি অপরাধের ক্ষুদ্রতম উৎসকেও অধ্যাবসায়ের সহিত বর্জন করা হয়, তাহলে খুব শীঘ্রই সেই শুভদিনের আগমন ঘটবে, যখন শুদ্ধ দিব্যনাম আবির্ভূত হবেন।

যেগুলো আমরা পূর্বে করেছি এবং যা আমরা বর্তমানে করছি, চরমে কেবল একটি পন্থায় সেই সকল নামাপরাধ দমন করা যায় ঃ

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥

যিনি নামাপরাধ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন, কেবলমাত্র অবিরাম হরিনাম জপের মাধ্যমেই তিনি সেই প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, নিরন্তর হরিনাম জপই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য, কৃষ্ণপ্রেম অর্জনের একমাত্র প্রন্থা।

(পদ্মপুরাণ, স্বর্গখন্ড, ৪৮-৪৯)

কেবলমাত্র নিরন্তর জপ সম্পূর্ণরূপে অতীতের সকল অপরাধ থেকে মুক্ত করতে পারে এবং তাদের পুনরায় সেসব অপরাধ করার হাত থেকে রক্ষা করে।

আমাদের অনুশীলনে নিরন্তর জপ বলতে কি বোঝায় তা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণনা করেছেন ঃ

নিরন্তর জপ বলতে বোঝায় যে, খাওয়া এবং ঘুমানো বা শরীর রক্ষনাবেক্ষন সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রমগুলোতে যে সময় প্রয়োজন তা ছাড়া প্রত্যেকের সর্বদা উপলব্ধি সহকারে জপ করা উচিত। এ ধরণের জপ দশবিধ অপরাধ বিনষ্ট করে। এছাড়া এ বিষয়ে আর কোন কার্যকরী সুলভ কার্যক্রম বা প্রায়শ্চিত্ত নেই।

(হরিনাম চিন্তামনি, অধ্যায়-১৩)

আমরা অপরাধবিহীন জপকারী হতে পারি, যদি আমরা অসৎসঙ্গ বর্জন করি এবং কেবল সেইসব ভক্তদের সঙ্গ করি যারা একমনে দিব্যনামে নিমগ্ন। এটাই শুদ্ধ ভক্তসঙ্গ, যা আমাদের পূর্ণ মনোযোগ এবং অভিপ্রায়কে কৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেম বিকশিতকরণে সহায়তা করে। ভাল জপ আমাদের যান্ত্রিক নিয়মনীতি আকড়ে ধরে রাখার উপর নির্ভর করে না। এটা এরকম কোন বিষয় নয় যে, কেবল সকল "হ্যাঁ" গুলি গ্রহণ

এবং সকল "না" গুলি বর্জন করলেই আমাদের কার্যসিদ্ধ হবে। না, সর্বোপরি তা নয়! জপ হচ্ছে হৃদয় নিবেদন করা– যে হৃদয়টি বিনম্রতার অনুভবে, আত্মনিবেদনের আকাঙ্ক্ষায় এবং একটি আন্তরিক সেবামূলক মানসিকতায় পূর্ণ। চরমে এটি শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের প্রতি একটি প্রেমপূর্ণ অনুরোধ। এর অর্থ হচ্ছে, আমাদের তাঁদের সাথে একটি গভীর সম্পর্কের দৃঢ় উপলব্ধি সহকারে জপ করা প্রয়োজন (সম্বন্ধ)। "হে আমার প্রভু, তোমার সাথে আমার একটি সম্পর্ক রয়েছে। আমি এই অস্থায়ী সম্পর্কের জগতে এসে নিজ পথ হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু আমার প্রকৃত জীবন হল তুমি, আমার প্রকৃত আবাস তুমি এবং তুমিই আমার প্রকৃত নিরাপত্তা।"

অন্যকথায়, আমাদের হৃদয়কে জপে নিমগ্ন করতে হলে আমাদের অবশ্যই দিব্য দম্পতি যুগলের প্রতি গভীর বিরহ অনুভব করতে হবে। আমরা পুনরায় শ্রীশ্রী রাধা-কৃষ্ণের সাথে থেকে তাদের সেবা করতে চাই এবং সেজন্য আমরা দিব্য নাম জপের মাধ্যমে আমাদের প্রার্থনা নিবেদন করব। কিন্তু যদি আমাদের হৃদয় শুষ্ক থাকে, কিভাবে আমরা বিরহ অনুভব করব? যদি আমরা কৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করতে না পারি? কৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করার চেষ্টা কর, সেটাই সব!

আমরা অবশ্যই এই সবকিছু উপলব্ধি করতে পারব, যদি আমরা আন্তরিক সাধক হিসেবে আমাদের হৃদয়কে জাগ্রত করার অভিলাষ করি এবং তাহলেই আমরা সেই ধাপ থেকে উন্নত এবং প্রেমময় জপের অভিমুখে অগ্রসর হতে পারব। কেবল প্রেমময় জপই আমাদের গভীর অনুশীলনের দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং যদি আমরা দিব্য নামজপ সিন্ধুর গভীরে

আশ্রয় খুঁজে পাই, তাহলেই আমরা বিরক্তিকর অপরাধ থেকে হতে সুরক্ষিত থাকতে পারব, যা আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে আমাদের লক্ষ্য থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

আমরা প্রীতিপূর্ণ জপের কৌশল প্রীতিপূর্ণভাবে জপকারী শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে শিখতে পারি, যিনি আমাদেরকে তাঁর ব্যক্তিগত উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পারেন এবং যিনি আমাদের দেখাতে পারেন কিভাবে ব্যক্তিগতভাবে ভগবানের সেবা করা যায়।

শ্রীল জীব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের ৬/২/২৯-এ তার কর্মসন্দর্ভ টীকায় প্রীতিপূর্ণ জপের সুফল ব্যাখ্যা করেছেন ঃ
দিব্য নাম দুটি পন্থায় জপ করা যায় ঃ গতানুগতিকভাবে এবং প্রেম সহকারে। গতানুগতিকভাবে, অপরাধমুক্ত জপকারী ভগবানের দিব্য ধামে পৌঁছে যায়, কিন্তু কেবল প্রেমপূর্ণ জপকারীর কাছে ভগবান নিজেই চলে আসেন। তাই একজন প্রেমপূর্ণ জপকারী ভগবানের ব্যক্তিগত সেবা অধিকার অর্জন করেন।

অনর্থ এবং অবিদ্যা ঃ ভগ্ন হৃদয়ের উপশম

নিষ্ঠা স্তরে অনুশীলন শুরু করার পূর্বে ভক্তদের পূর্ণরূপে ভগ্নহৃদয় হওয়া উচিত নয়। বিশেষত, ভক্তরা তাদেরকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত রাখতে সমর্থ হয় না, সেজন্য নিজেদেরকে জপে নিমগ্ন করে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রারম্ভিকভাবে বর্ণনা করা হয় যে, তারা তাদের পুরনো আসক্তি এবং নতুন বিশ্বাসের আলোক বৃদ্ধি করা এ দুয়ের মাঝে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে (নাম

ভজন গ্রন্থে) ভক্তরা যারা নিষ্ঠা স্তরে পৌঁছাতে পারেনি তাদেরকে চার ধরনের ক্লেশ ভোগ করতে হয় ঃ

১। তাদের ক্ষণস্থায়ী জগতের প্রতি শক্তিশালী ভালবাসা থেকে

২। তারা মন, বুদ্ধি, অহংকারের তৈরি সূক্ষ্ম শরীর এবং রক্ত মাংসে গড়া জড় শরীরের মাধ্যমে আত্মাকে সনাক্ত করার কারণে

৩। তাদের কৃষ্ণ বহির্ভুত বিষয়ের প্রতি আসক্তি এবং জ্ঞান থেকে

৪। চরমভাবে মায়ায় দাসত্বে থাকার কারণে।

এই চারটি অভ্যন্তরীণ প্রবণতা তাদেরকে পবিত্র নামের দিব্য আঙ্গিনায় মুক্তভাবে বিচরণ করতে দেয় না, কিন্তু তাদেরকে আক্রমণের বিপরীতে সংগ্রাম করতে বাধ্য করে। তাদের কি করা উচিত? ভগবানের শ্রীবিগ্রহ অর্চন চরমভাবে সেইসব ব্যক্তিদের জন্য উপকারী। কেবল শ্রীনামের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ ভক্তদের জন্য সামান্য কঠিন হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ অর্চনের সময় বিগ্রহের সাথে প্রীতিপূর্ণ ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে তাদের বিচলিত মন সুদৃঢ় হয়ে উঠতে পারে। বিগ্রহ অর্চন তাদেরকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি বর্ধিতকরণে সহায়তা করবে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার ভজন-রহস্য গ্রন্থে ভগবানের প্রতি তীব্র অনুরাগ অর্জনের জন্য একই ধরনের শক্তিশালী সমাধান প্রদান করেছেন, "তার বিগ্রহরূপে তাকে অর্চন কর।"
অর্চন (বিগ্রহ আরাধনা) সেসব ভক্তদেরকে ভগবানের সাথে

সম্পর্কের একটি ভক্তিমূলক অনুভূতি প্রদান করে, যারা নাম ভজনে শতভাগ বিশ্বাস বিকশিত করণে সমর্থ নয়। তাঁরা তাদের সেবাকে ভগবান কর্তৃক গৃহীত বোধ করেন এবং এমনকি তাঁরা ভগবানের প্রতি দিব্য প্রেম অনুভব করেন। এভাবে তাঁরা ভগবানের দিব্য রূপের সাথে আরো সুপরিচিত হয়ে উঠতে পারে! এইসব চমৎকার ফলাফলগুলো অনুশীলনকারীদের কৃষ্ণের নৈকট্য অনুভব করতে এবং অনীহা দূর করে প্রকৃত অনুভূতি সহকারে জপমুখী হতে সাহায্য করতে পারে।

কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করার অন্য একটি শক্তিশালী পন্থা হচ্ছে মহান আধ্যাত্মিক গুরুদের দ্বারা রচিত প্রার্থনা কীর্তন করা। এইসব মহাত্মারা কৃপা করে আমাদের জন্য অষ্টক এবং প্রার্থনার কোষাগার রেখে গেছেন, যার দ্বারা আমরা শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ এবং দিব্য নামের প্রতি আমাদের আসক্তি বিকশিত করতে পারি। এখানে আমি শ্রীল রূপগোস্বামীকৃত আমার একটি প্রিয় শ্লোক উদ্ধৃত করলাম ঃ

অঘদমন যশোদানন্দন নন্দসূত
কমলনয়নগোপীচন্দ্রবৃন্দাবনেন্দ্রঃ।
প্রণতকরুণাকৃষ্ণঃ ইতি অনেকস্বরূপে
তাহীমম রতিরোচ্চার বর্ধতম্ নামধেয় ॥

হে শ্রী হরিনাম! তুমি অনেকরূপে প্রকাশিত হও, যেমন ঃ অঘদমন (অঘাসুর দমনকারী), যশোদানন্দন (যশোদার পুত্র), নন্দসুত্র (নন্দ মহারাজের পুত্র), কমলনয়ন (পদ্মের মত চক্ষু বিশিষ্ট), গোপীচন্দ্র (গোপীদের মধ্যস্থিত চন্দ্রের ন্যায়), বৃন্দাবনেন্দ্র (বৃন্দাবনের প্রভু), প্রণত করুণা (শরণাগত আত্মাদের করুণাময় প্রভু), এবং কৃষ্ণ। হে দিব্য নাম, আপনার

প্রতি আমার আসক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি করুন।

ষড়গোস্বামীরা সর্বদা প্রার্থনা আবৃত্তি করতেন এবং যখন তাঁরা নিজেদের সাধনায় নিয়োজিত রাখতেন, তখন তাঁরা সেগুলোকে একটি প্রণালীগত পন্থায় আবদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরাও নিশ্চিতভাবে কৃষ্ণের প্রতি তাদের অনুভূতির স্রোতধারায় প্রবেশ করতে পারব।

সংসারে বিচরণ করতে নিজেদেরকে সাহায্য করার উত্তম পন্থা হচ্ছে প্রকৃত ভক্তদের সঙ্গ অন্বেষণ করা, কারণ যদি আমরা ঐ ধরণের ব্যক্তিদের শ্রীমুখ থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী এবং দিব্য নাম শ্রবণ করি, তাহলে আমাদের হৃদয় দ্রুত সুদৃঢ় হবে এবং এর ভগ্নাবস্থা থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারবে। এই ধরণের ব্যক্তিদের কৃপা এবং শক্তিশালী আশীর্বাদ গ্রহণের দ্বারা আমরা সহজেই পরিশুদ্ধ হতে পারি। নবদীক্ষিত ভক্তরা এভাবে শিখতে পারে, কিভাবে সঠিকভাবে জপ করা যায় এবং দ্রুত আন্তরিক প্রেমাভিলাষের স্তরে পৌঁছানো যায়। বৈষ্ণব সঙ্গের প্রভাব সম্পর্কে এই গ্রন্থে এটি দ্বিতীয় বারের মত আলোচনা করা হল। সেজন্য কেউ বিস্মিত হতে পারে, "কোথায় আমরা এই ধরণের শুদ্ধভক্তদের সন্ধান পেতে পারি? যেখানে আমরা বাস করি সেখানে তো আমি কোনো শুদ্ধভক্ত দেখতে পাই না।" কিন্তু পাঠকেরা তাদের শহরে একমাত্র ব্যক্তি হতে পারেন, যিনি শুদ্ধভক্তি লাভের অভিলাষী। কিন্তু সাহস রাখুন! এইসব মহাত্মারা আপনার আমার মত নয়। তারা কখনোই দুষ্প্রাপ্য হন এমনকি তাঁর পার্থিব শরীর ত্যাগ করলেও না। ভগবৎ-অর্ক-মরীচিমালায় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ সম্পর্কে একটি সুন্দর-শ্লোক লিপিবদ্ধ

করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যিনি এমনকি সামান্যতমও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তিনি তাঁর খুবই প্রিয় এবং তিনি তাঁর পূর্ণ ভার বহন করেন। হরিদাস ঠাকুর মৃত নন। তিনি খুবই প্রাণবন্ত এবং তাঁর আন্তরিক অনুসারীরা তাঁর আশ্রয়ে থাকেন।

আমি শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে আমার বিনীত প্রণতি নিবেদন করছি, যিনি ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় কোনরূপ বিচ্যুতি ছাড়াই ভগবানের দিব্যনাম জপের ভক্তিমূলক সেবা প্রকাশিত করেছেন এবং যিনি ভক্তদের চিদানন্দ প্রদানের আচার্য স্বরূপ।

(ভগবৎ-অর্ক-মরিচীমালা, ত্রয়োদশ রশ্মি, সূচনা)

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নামকৃপা অর্জনের জন্য একটি শক্তিশালী প্রার্থনা নিবেদন করেছেন, ভক্তরা যারা একটি নিয়মিত পন্থায় এই প্রার্থনার গভীরে প্রবেশ করবেন, তাঁরা এটা থেকে তাদের জপে এক বিস্ময়কর অবলম্বন খুঁজে পাবেন ঃ

কৃপা করি নাম-রূপে আমার জিহ্বায়।
নিরন্তর নাচ প্রভু ধরি তব পায় ॥

হে প্রভু! কৃপা করে আমার জিহ্বায় আপনার দিব্য নামরূপে আবির্ভূত হয়ে নিরন্তর নৃত্য করুন। হে প্রভু! আমি আপনার শ্রীচরণপদ্মে পতিত হয়ে আপনাকে ভিক্ষা করছি।

রাখ ইহা লও তাহা তব ইচ্ছা মত।
যাহা রাখ দেহ মোরে কৃষ্ণনামামৃত ॥

আপনি আপনার ইচ্ছামত আমাকে এই জগতে রাখতে পারেন

বা আপনার নিত্য ধামে আমাকে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু আপনি আমার সাথে যাই করুন না কেন, কৃপাপূর্বক আমাকে আপনার দিব্য নামামৃত আস্বাদন করার সুযোগ প্রদান করুন।

জগৎজনে নাম দিতে তব অবতার।
জগৎজন মাঝে মোরে কর অঙ্গীকার ॥

আপনি দিব্য নাম বিতরণ করতেই এই জগতে অবতরণ করেছেন, তাই অনুগ্রহ করে যাদেরকে আপনি কৃপাদান করতে মনস্থ করেছেন, তাদের মধ্যে আমাকেও অঙ্গীকার করুন।

আমি তো অধম, তুমি অধম তারণ।
উভয়ে সম্বন্ধ এই পতিত পাবন ॥

আমি অধম, যেখানে আপনি অধমকে ত্রাণ করেন। হে পতিতপাবন, এটাই আমাদের নিত্য সম্বন্ধ।

অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এই তোমায় আমায়।
যার বলে নামামৃত এ অধমে চায় ॥

এটাই আমাদের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের দৃঢ়তা। হে প্রভু, আমি আপনার কাছে দিব্য নামামৃত ধারা ভিক্ষা করছি।

(হরিনাম চিন্তামনি ১১/৫৩-৫৭)

যদি আমরা মহান ভক্তদের চেয়ে দূরে থাকি– অতীত বা বর্তমানে– আমরা নিশ্চিতভাবে তাদের ধ্বনিবদ্ধ বাণী শ্রবণ করতে পারি এবং বাণীর মাধ্যমে তাদের সঙ্গ করার সুকৃতি অর্জন করতে পারি। সারা বিশ্বব্যাপী অনেক ভক্তরা শিক্ষা দিচ্ছেন কিভাবে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গ এবং তাঁর বাণীবদ্ধ প্রবচন শ্রবণ তাঁদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতির দ্বার

উন্মোচন করে দিয়েছে।

তাছাড়াও আমরা আমাদের গৃহে কৃষ্ণের মহান ভক্ত তুলসী দেবীকে স্থাপন করতে পারি। অবশ্য, যখন কোন পরিব্রাজকের সরাসরি সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয়, তখন আমাদের এই দুর্লভ আশীর্বাদের সদ্ব্যবহার করা উচিত।

(আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে এই গ্রন্থের তৃতীয় অংশে আরো জানতে পারব, যেখানে নাম ভজনের উপলব্ধিযোগ্য একটি সহায়িকা প্রকাশিত হয়েছে এবং যাকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু "সাধুর উৎকর্ষতা" হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।)

বিনম্রতাই মূল চাবিকাঠি

বিনম্রতার প্রকৃত অশ্রুই ভক্ত হিসেবে তাদের চোখ থেকে অবশিষ্ট অশুদ্ধতা ধৌত করে তাদের হৃদয়কে আরো পরিশুদ্ধ করবে। যদি তারা তাদের পূর্ববর্তী অহংকারী অবস্থার দিকে তাকায়, যখন তারা তাদের স্বউদ্ভাবিত মোহময়ী জগতের প্রতি আকৃষ্ট ছিল, তাহলে তারা স্বাভাবিকভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমান্বিত নির্দেশ উপলব্ধি করতে পারবে, যেটা তাদের অহংকারের একনায়কত্ব থেকে মুক্তি দেবে। এই নির্দেশ আমাদের পরামর্শ প্রদান করে কিভাবে নিরন্তর এবং প্রেমময় জপের নিকটবর্তী হওয়া যায়;

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি ॥

যিনি নিজেকে সকলের পদদলিত তৃণের চেয়েও ক্ষুদ্র বলে মনে করেন, যিনি বৃক্ষের মত সহিষ্ণু, যিনি মানশূন্য এবং অন্য সকলকে সম্মান প্রদর্শন করেন, তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের দিব্য

নাম কীর্তনের অধিকারী। (শিক্ষাষ্টক-৩)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শিক্ষাষ্টকের এই তৃতীয় শ্লোকের উপর একটি সুন্দর গীতি রচনা করেছেন, যেখানে তিনি আমাদেরকে নামভজনের ক্ষেত্রে আবশ্যক চারটি গুণ সর্বক্ষেত্রে বিকশিত করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তাঁর বাণী কিভাবে নিরন্তর জপ করার মতো মহৎ গুণের অধিকারী হতে হয় সে বিষয়ে একটি ব্যবহারিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে যদি মানস তোহার।
পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার ॥

যদি তোমার মন অনুক্ষন পরম যতনে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নিয়োজিত থাকে, তাহলে তুমি অপ্রাকৃত গুণাবলী তথা অধিকার লাভ করতে পারবে।

তৃণাধিক হীন, দীন, অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি অহংকার ॥

সমস্ত গর্ব, অহংকার, মান পরিত্যাগ করে নিজেকে তৃণের চেয়ে নীচ, হীন, দীন, অকিঞ্চন, অযোগ্য একজন বলে মনে করতে থাক।

বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যাজি অন্যে করবি পালন ॥

তোমার উচিত বৃক্ষের সমান ক্ষমাগুণ অনুশীলন করা এবং

অন্যের প্রতি দ্বেষ-হিংসা-প্রতিশোধ-স্পৃহা পরিত্যাগ করে তাদের রক্ষা ও পালন করা।

জীবন নির্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে।
পর উপকারে নিজ সুখ পাসরিবে ॥

জীবন নির্বাহ করার সূত্রে তুমি কাউকে কখনো ক্লেশ উদ্বেগ দেবে না, বরং তোমার নিজ সুখ ভুলে গিয়ে তাদের সুখের জন্য, মঙ্গল বিধানের জন্য ব্রতী হবে।

হইলেও সর্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি কর অমানী হৃদয় ॥

নিজে সর্বগুণে গুণান্বিত মহাত্মা হলেও যশ-খ্যাতি-সম্মান প্রতিষ্ঠার সকল বাসনা পরিত্যাগ কর, নিজ হৃদয়কে সর্বদা বিনায়বনত রাখ।

কৃষ্ণ-অধিষ্টান সর্বজীবে জানি' সদা
করবি সম্মান সবে আদরে সর্বদা ॥

সকল জীবের অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান রয়েছেন জেনে সর্বদা সর্বজীবকে যথাযোগ্য আদর ও সম্মান প্রদর্শন কর।

দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জন।
চারি গুণে গুণী হই করহ কীর্তন ॥

বিনয়, করুণা, সম্মান-দান ও প্রতিষ্ঠা লোভ বর্জন এই চারটি গুণে গুণী হয়ে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করতে থাক।

ভক্তিবিনোদ কাঁদি বলে প্রভু পায়।
হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায় ॥

সক্রন্দনে ভক্তিবিনোদ এই প্রার্থনাটি তাঁর প্রভুর চরণে রাখে,

"কবে এই গুনগুলি অর্জনের অধিকার তুমি আমাকে দেবে?"
(শ্রী শিক্ষাষ্টক, গীতি-৩, গীতাবলী)

বিনম্রতা সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হল, কিন্তু কিভাবে আমরা সহনশীলতা বিকশিত করতে পারি? কিভাবে আমরা সঠিক মনোভাব বিকশিত করতে পারি? শ্রীমদ্ভাগবত (৫/১/১৬) এই বিষয়ে আমাদের ইঙ্গিত দেয় যে, আমরা যে শরীরটি গ্রহণ করেছি তা আমাদের কর্মের ফল। অন্যথায় এ জগতের সবকিছুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে জড়া প্রকৃতির পরিচালনায় কাজ করছে। আমরা আমাদের কারণেই উপভোগ বা দুর্ভোগ বর্জন করতে পারি না। আমরা যা অর্জন করছি, সেগুলো আমাদের পূর্ববর্তী কর্ম অনুসারে আসছে। যখন আমরা অস্বস্তি বা দুর্ঘটনায় ক্লেশ ভোগ করি, তখন আমরা আমাদের খারাপ কর্মগুলো নিঃশেষ করে ফেলি এবং যদি ভাল কিছু আসে, আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, এটা আমাদের সুকর্মের ভান্ডার হতে আসে – যা ভোগের মাধ্যমে বিনষ্ট হয়।

কিন্তু আমাদের এটিও জানা উচিত যে, কেবল মাত্র সুকর্ম অর্জনের প্রচেষ্টা অর্থহীন উদ্যম মাত্র। উভয় ধরনের কর্মই আমাদের এই জগতে বন্দী করে রাখে। সহজভাবে খারাপ কর্ম হচ্ছে একটি লোহার শেকল, যেখানে সুকর্ম হলো স্বর্ণশেকল।

যিনি এই বিষয়টি বুঝতে পারবেন, স্বাভাবিকভাবেই তিনি সহনশীল হবেন। কিন্তু এই ধরনের সহনশীলতা অদৃষ্টবাদ বা অন্ধভাবে ভাগ্যকে স্বীকার করার দ্বারা বিচলিত হওয়া উচিত নয়। প্রকৃত বিষয় এই যে, আমরা প্রত্যেকেই একটি বিশাল কর্মফলের ভান্ডার নিয়ে আছি, যা পরিপক্কতা লাভ এবং কার্যকর হওয়ার প্রতীক্ষা করছে। কর্মফল বর্জন করা যায় না– এটা

একটি বিবেচনা করার বিষয় যে, আধ্যাত্মিক জীবনের বিস্তৃত এবং মুক্ত রাজ্যে আমাদের আত্মার ভক্তি অনুশীলনের অধিকার রয়েছে, যেটা আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে এবং শাস্ত্র অঙ্গীকার করছে যে, যিনি দিব্য নাম দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছেন– তার কর্ম যদি ইতিমধ্যে প্রকাশিতও হয়– তবুও তা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়।

সকল ভক্তদের নির্দেশিকা ঃ আরো সহনশীলতা

কোন প্রণালীতে ভক্তদের তাদের জপসহ অন্যান্য ভক্তিমূলক সেবা সম্পাদন উন্নত করার অভিলাষ করা উচিত? তাদের মনোভাব কি ধরনের হওয়া উচিত, যখন সুখ এবং দুঃখ সম্পর্কিত বিষয়গুলো তাদের মনে বারবার আবির্ভূত হয়ে উৎপাত সৃষ্টি করে? নবদীক্ষিত অনুশীলনকারীরা কখনো কখনো জড়বাদী অনুভূতির এই ধরণের তরঙ্গগুলো বহন করেন, যা মনকে বিক্ষিপ্ত করে এবং দিব্য নামে মনোনিবেশ করা দুঃসাধ্য করে তোলে। শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নোক্ত শ্লোকটিকে "সকল ভক্তদের নির্দেশিকা" বলে সম্বোধন করতেনঃ

তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান একাত্মকৃতং বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভিবিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

হে প্রিয় প্রভু, যিনি আপনার অনুকম্পা লাভের আশায় তার পূর্বকৃত মন্দ কর্মের ফল ধৈর্য সহকারে ভোগ করতে করতে তার হৃদয়, বাক্য ও শরীরের দ্বারা আপনাকে প্রণতি নিবেদন করে জীবন যাপন করেন, তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভের যোগ্য, কারণ

তিনি উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। [ভাঃ ১০/১৪/৮]

এই শ্লোকের সাধারণ উপলব্ধি অনুসারে, ভক্তদেরকে নিজেদের দুষ্কর্মজনিত বিরক্তিকর কর্মফল সহ্য করে ভগবদ্ভক্তিতে নিশ্চল থাকা উচিত। তাদের কেবল ভগবানের কৃপাদৃষ্টি লাভের অভিলাষী হয়ে, তাঁর শ্রীচরণে কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণতি জ্ঞাপন করা উচিত।

কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরো সুগভীর উপলব্ধি প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সুখ এবং দুঃখ উভয়েই ভক্তির ফল। সুখ তখনই আসে, যখন সঠিকভাবে ভক্তি অনুষ্ঠিত হয় এবং দুঃখ বেড়ে উঠে যখন ভক্ত কর্তৃক অপরাধ সংঘটিত হয়। যাহোক, সহজভাবে মিষ্টি এবং তিক্ত উভয় ধরনের ফলাফলই কৃষ্ণের কৃপা। "এটা ঠিক সেই পিতার মত, যিনি তার সন্তানকে কখনো দুধ এবং কখনো নিমপাতায় তৈরি তিক্ত রস খেতে দেন। ভক্তরা ভাবেন, আমি কিছুই জানি না, কিন্তু একজন পিতা হিসেবে ভগবান জানেন কোনটি ভাল এবং কোনটি মন্দ। কখনো কখনো তিনি আমাদের আলিঙ্গন এবং চুম্বন করেন, এবং কখনো তিনি আমাকে চপেটাঘাত করেন। আমি তার ভক্ত এবং আমার সর্বোপরি কর্ম এবং কর্মফলের উপর কোন অধিকার নেই। তিনি কৃপা করে আমাকে সুখ এবং দুঃখের অভিজ্ঞতা প্রদান করেন এবং তাঁর সেবা করার সুযোগ দান করেন।" এইভাবে একজন ভক্ত তার অবস্থান বিবেচনা করেন, একইভাবে রাজা পৃথুও বিবেচনা করেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেনঃ

হে ভগবান! পিতা যেমন তার পুত্রের প্রার্থনার প্রত্যাশা না করে তার কল্যানের জন্য সবকিছু করেন, তেমনই আপনিও যা কিছু

আমার কল্যাণকর বলে মনে করেন, তাই করুন।

(ভাঃ ৪/২০/৩১)

অন্যকথায়, ভক্তদের ভগবদ্ভক্তিতে সহনশীল এবং সুদৃঢ় থাকা উচিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন ঃ

একজন সৎ সন্তান উত্তরাধিকার লাভের জন্য জীবিত থাকেন। কিন্তু ভক্তরা সংসার থেকে মুক্তিলাভ এবং ভগবানের সেবা করার জন্যই ভক্তিপথে দৃঢ়তা সহকারে এ জগতে জীবিত অবস্থান করেন।

(ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ১/২/১৭৪-এ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ভাষ্য থেকে উদ্ধৃত)

এই জগতে আমরা যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন আমাদের অশান্তি এবং চিত্তবিক্ষেপ সহ্য করে ধৈর্য এবং অধ্যাবসায়ের পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে। সেজন্য যখন আমরা প্রতিবন্ধকতার সাথে শক্তিতে পেরে উঠব না, তখন এই উৎসাহমূলক শ্লোকটি আমাদের নিজেদেরকে সঠিক উপলব্ধিতে নিবদ্ধ রাখতে এবং নামভজনে সুদৃঢ় থাকতে সহায়ক নির্দেশিকা প্রদান করবে।

তিনটি অতীব শক্তিশালী নীতি

১) আগ্রহ এবং মনোযোগ সহকারে জপঃ
জপের সময় আমাদের মনোভাব এই সুন্দর প্রার্থনাটির মাধ্যম ব্যক্তি হওয়া উচিত :
"হে অরবিন্দাক্ষ, অজ্ঞাতপক্ষ পক্ষীশাবক যেমন যাত্রায় আগমনের প্রতীক্ষা করে, রজ্জুবদ্ধ গোবৎস যেমন ক্ষুধায় কাতর হয়ে কখন স্তনপান করবে তার জন্য উম্মুখ হয়ে থাকে, বিষন্না

প্রেয়সী পত্নী যেভাবে প্রবাসী পতির দর্শনের অভিলাষ করে, আমার মনও সর্বদা সেইভাবে আপনার সেবা করার আকাঙ্ক্ষা করছে।"

(ভা: ৬/১১/২৬)

এই বাক্যংশটি একজন ভক্ত কর্তৃক কৃষ্ণের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার এবং চরমে তার সেবা করার প্রচণ্ড আগ্রহ ব্যক্ত করছে। ঠিক যেভাবে একজন অনুগত স্ত্রী তার স্বামীর সেবা করে। এই প্রথম দুটি উপমার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা সহকারে জপ এবং সাদরে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, এবং এটি নিশ্চিতভাবে আগ্রহকে কৃষ্ণভাবনায় অগ্রগতি লাভের উপায় হিসেবে নির্দেশ করে।

২) জপকালীন সময়ে মন্ত্রের অর্থ অনুধ্যানঃ
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র একটি যুগল মন্ত্র, যেখানে দিব্য দম্পতিযুগল প্রত্যক্ষভাবে অবস্থান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ মহামন্ত্রের মুখ্য অর্থ নিরূপণ করেছেন, যেখানে অন্য সকল অর্থ নিহিত রয়েছে ঃ
"হে শ্রীমতি রাধারাণী, হে সর্বাকর্ষক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কৃপাপূর্বক আমাকে আপনাদের প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত করুন।" হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের প্রারম্ভে আমরা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তিকে সম্বোধন করি হরে। আমরা বলি "হে রাধারাণী! হে হরে! হে ভগবানের শক্তি!" আর যখন আমরা কাউকে এভাবে সম্বোধন করি, তখন স্বভাবতই তিনি বলেন, "হ্যাঁ, তুমি কি চাও?" উত্তর হচ্ছে, "কৃপাপূর্বক আমাকে আপনার সেবায় নিযুক্ত করুন।" এটাই আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত।

(শ্রীল প্রভুপাদ, কপিল শিক্ষামৃত, অধ্যায়-১৪, ৩২নং শ্লোকের তাৎপর্য)

অন্য এক সময় তিনি আমাদের বলেন যে, সহজকথায় মন্ত্র হচ্ছে অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রার্থনা ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃতে জপের সময় শ্রীল গোপাল গুরু গোস্বামীর ধ্যানপদ্ধতি অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই অনুধ্যানের সতর্ক বিশ্লেষণ আমাদের শ্রীল রূপ গোস্বামী নিরূপিত ভগবদ্ভক্তির বিভিন্ন ধাপ অর্জন করতে সাহায্য করবে। এই ধরনের প্রার্থনা ও ধ্যান এটাই প্রমাণ করে যে, জপ হচ্ছে সেই অনুশীলন, যা ভক্তকে প্রাথমিক বিশ্বাস (শ্রদ্ধা) থেকে ভগবানের প্রতি পূর্ণ ভালবাসা (প্রেম) অর্জনের পথে পরিচালিত করে।

কিভাবে আমরা এই পদ্ধতি অনুসরণ করব?

আমরা জপ করার সময় ধীরে ধীরে এক অনুধ্যান থেকে অন্য অনুধ্যান চালিয়ে যেতে পারি, কিভাবে এটা করতে হবে, তা নিয়ে কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। সম্ভবত আমরা প্রতিমালা জপ শুরুর সময় একটি করে ধ্যান অনুশীলন শুরু করতে পারি, অথবা প্রতি দুই তিন বা চারমালা পরপর আমরা ধ্যান পরিবর্তন করতে পারি। এগুলোর সাথে আরো একাগ্র হওয়ার স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতাই এই ধ্যানে কতটা অগ্রগতি হচ্ছে তা নির্দেশ করবে। আপনার ব্যক্তিগত অনুশীলনই এই অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে।

হরে

হে হরে, মৎচিত্তমহর্তব্য ভববন্ধনমোচয়ে

হে শ্রীমতি রাধারাণী, কৃপাপূর্বক আমার হৃদয়কে হরণ করে আমাকে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করুন।

কৃষ্ণ

হে কৃষ্ণ, মৎচিত্তম আকর্ষয়া

হে সর্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ, দয়া করে আমার হৃদয়কে আপনার প্রতি আকর্ষিত করুন।

হরে

হে হরে, স্বমাধুর্য্যেন মৎচিত্তহর

হে রাধারানী, দয়া করে আপনার অনুপম মাধুর্য্য দিয়ে আমার হৃদয় হরণ করুন।

কৃষ্ণ

হে কৃষ্ণ, স্বভক্তদ্বারা ভজনজ্ঞানদায়িনে মৎচিত্তং শোধয়ে

হে কৃষ্ণ, অনুগ্রহ করে আপনার ভক্তের মাধ্যমে ভজন-জ্ঞান দান করে আামার হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করুন।

কৃষ্ণ

নামরূপগুণলীলাদিষ্যু মননিষ্ঠাং কুরু

হে কৃষ্ণ, দয়া করে আপনার নাম, রূপ, গুণ, লীলা আদিতে আমায় সুদৃঢ় ভক্তি প্রদান করুন,

কৃষ্ণ

হে কৃষ্ণ, রুচির ভবতু মে

হে কৃষ্ণ, কৃপা করুন যেন আপনার প্রতি আমার রুচি বর্ধিত হয়।

হরে

হে হরে, নিজসেবাযোগ্যম মাং কুরু

হে শ্রীমতি রাধারাণী, দয়া করে আমায় আপনার সেবার যোগ্য করে তুলুন।

হরে

হে হরে, স্বসেবাম আদেশয়া

হে রাধারাণী, কৃপাপূর্বক আামাকে আপনার সেবার পন্থা প্রদর্শন করুন।

হরে

হে হরে, স্বপ্রেষ্ঠেনসহ স্বাবিষ্টলীলাং শ্রবয়া

হে শ্রীমতি রাধারাণী, অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে প্রিয়তমের সহিত আপনার মনোমুগ্ধকর লীলা বর্ণনা করুন।

রাম

হে রাম, শ্রেষ্টয়া সহ স্বাবিষ্টলীলায় মাং শ্রবয়া

হে আনন্দপ্রদাতা শ্রীরাম, কৃপাপূর্বক আমাকে প্রেয়সীর সহিত আপনার অপূর্ব লীলা বর্ণনা করুন।

হরে

হে হরে, স্বপ্রেষ্ঠেনসহ স্বাবিষ্টলীলাম দর্শয়া

হে রাধারানী, কৃপা করে আমাকে আপনার প্রিয়তমের সহিত আপনার মধুর লীলা প্রদর্শন করুন।

রাম

হে রাম, প্রেষ্টয়াসহ স্বাবিষ্টলীলাং মাং দর্শয়া

হে শ্রীরাম, কৃপা করে আপনার প্রেয়সীর সহিত আপনার মধুর লীলা আমাকে প্রদর্শন করুন।

রাম

হে রাম, নাম-রূপ-গুণ-লীলাস্মরণাদিষু মাং যোজ্যয়া

হে ভক্ত বৎসল শ্রীরাম, দয়া করে আমাকে আপনার নাম, রূপ, গুণ লীলাদি, স্মরণরূপ সেবায় নিযুক্ত করুন।

রাম

হে রাম, তত্র মাং নিজসেবাযোগ্যং কুরু

হে ভগবান শ্রীরাম, দয়া করে আমাকে এইভাবে আপনার সেবার যোগ্য করে তুলুন।

হরে

হে হরে, মাং স্বঙ্গীকৃতয়া রমস্ব

হে শ্রীমতি রাধারানী, অনুগ্রহ করে আমাকে আপনার সন্তুষ্টি বিধানার্থে নিজের দাস হিসেবে গ্রহণ করুন।

হরে

হে হরে, ময়া সহ রমস্ব

হে হরি, অনুগ্রহ করে আমাকে আপনার আনন্দ বিধানার্থে ব্যবহার করুন।

ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী নামে গোপাল গুরু গোস্বামীর একজন বিশ্বস্ত শিষ্য ছিলেন, যিনি অসীমশাস্ত্র সমুদ্র হতে নিম্নোক্ত শ্লোকটির নির্যাস গ্রহণের মাধ্যম মহামন্ত্র-ধ্যানের সুগভীর রস আস্বাদন করেছিলেন।

অস্য ধ্যানং যত্র তত্রৈব

ধ্যায়েদ্ বৃন্দাবনে রম্যে গোপগভীরলংকৃতে
কদম্বপাদপচ্ছায় যমুনাজলশীতলে।।
রাধায়াসহিতং কৃষ্ণং বংশীবাদনতৎপরম্
ত্রিভঙ্গললিতং দেবং ভক্তানুগ্রহকারকম্।।

এই মহামন্ত্র সম্পর্কিত ধ্যান সনৎকুমার সংহিতাতেও পাওয়া যায় :

"অপূর্ব মাধুর্যময় বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষের ছায়ায় বা যমুনার সুশীতল জলে ক্রীড়া করতে থাকেন। তিনি সর্বদা তার নিত্য সহচরী শ্রীমতি রাধারানীর সহিত গাভী এবং গোপদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। তিনি ভক্তদের উপর কৃপাবর্ষণকারী মনোহর ত্রিভঙ্গ

ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে বেণুবাদনে অত্যন্ত নিপুন।"

(ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীগৌরগোবিন্দচরন স্মরণ পদ্ধতি, ১৩৪-১৩৫)

যারা শুদ্ধ নাম জপের অমৃত ধারায় প্রবেশ করেছেন, পবিত্র নাম সেসব ভক্তদের জন্য অফুরন্ত অর্থ এবং লীলা প্রকাশ করেন। মহান আচার্যদের রচিত কতিপয় রচনা রয়েছে, যাতে তাঁরা তাঁদের হৃদয়ের সামান্য আভাস প্রদান করেছেন, এবং পাঠকরা সেসব পড়ে উৎসাহিত হন। চরমে, যাই হোক না কেন, জপ হচ্ছে একটি উচ্চতর অনুশীলনের বিষয়, যেখানে কারো স্বতন্ত্র আত্মোপলব্ধিই তার আধ্যাত্মিক অগ্রগতির আলোকবর্তিকা হতে পারে।

৩) হৃদয় উৎসারিত অনুশোচনা সহকারে জপঃ

হরিনামের আন্তরিক জপকারীরা শীঘ্রই তাদের অনুশীলনের ফলে উপলব্ধি করতে পারেন যে, তারা তাদের স্বপ্রচেষ্টায় কৃষ্ণভক্তি অর্জন করতে পারেন না। যাহোক তারা তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা, জ্ঞান বা অন্য কোন সামর্থ্যকে ব্যবহার করে ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেম লাভের চেষ্টা করেন না। তাহলে তারা কিভাবে তা লাভ করতে পারেন? কোন উপায় না দেখে, ভক্তরা উচ্চস্বরে ভগবানের কাছে সাধু এবং গুরুর কৃপা লাভের জন্য ক্রন্দন করেন: "হে কৃষ্ণ, হে পতিত জীবাত্মার উদ্ধারকর্তা, আমি আপনার নিত্য সেবক। তবুও আমি এই ভবসমুদ্রে পতিত হয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ করছি। হে ভগবান, কৃপা করে আমায় আপনার শ্রীচরণধূলির আশ্রয় প্রদান করুন।" ঐ মুহূর্তেই পরম কৃপালু ভগবান ভক্তকে তাঁর শ্রীচরণকমলের আশ্রয় প্রদান করেন। (শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত. ষষ্ঠ বর্ষণ, তৃতীয় ধারা)

ভগবানের সবচেয়ে কৃপালু অবতার ভগবান্শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বিশেষতঃ এই সুযোগ প্রদান করেন। এখানে বিনাশর্তে আপ্রাকৃত কৃপা প্রদানকারী অবতার শ্রীচৈত মহাপ্রভুর একটি যথোপযুক্ত প্রার্থনা রয়েছেঃ

এখন কলিযুগ। আমার শত্রু, আমার ইন্দ্রিয়গুলি খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিরূপ চমৎকার পথটি অসংখ্য কন্ঠকযুক্ত ঝোপের দ্বারা রুদ্ধ হয়েছে। আমি অসহায় এবং উদ্বিগ্ন। হায়! হায়! আমি এখন কোথায় যাবো? হে ভগবান চৈতন্যচন্দ্র, যদি আমায় এখন তুমি কৃপা না কর, তাহলে আমার কি গতি হবে?

(শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত-৬)

এবং একই গ্রন্থের অন্য প্রার্থনাটি এরকমঃ

"হায়! হায়! কিভাবে আমার হৃদয় মরুভূমিতে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিরূপ লতা অঙ্কুরিত হবে? আমায় হৃদয়ে এখন একটাই মাত্র আশা। আমি উচ্চস্বরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম কীর্তন করব। তাহলেই আমাকে আর অনুতাপ করতে হবে না।"

(চৈতন্য চন্দ্রামৃত- ৪৩)

যদি আমরা আন্তরিকভাবে তার কৃপা প্রার্থনা করি, তাহলেই আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা দৃষ্টি লাভ করতে পারব। যার ফলে আমরা খুব দ্রুত শুদ্ধভক্তির আনন্দময় স্তরে পৌঁছাতে পারব, যেটা মহাত্মারা অনুসন্ধান করে থাকেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা

করেছেন। আমাদের বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষিতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়, অধ্যায় ৮, শ্লোক ২৯-৩১ এর এই অংশটি বিশেষভাবে শিক্ষনীয়। বার বার এই কৃষ্ণনাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও যদি কৃষ্ণ প্রেমের উদয় না হয় এবং চোখ থেকে আনন্দাশ্রু ঝড়ে না পড়ে, তা হলে বুঝতে হবে যে, তার প্রচুর অপরাধ রয়েছে, তাই কৃষ্ণনামের বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে না। কিন্তু কেউ যদি একটু শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর নাম গ্রহণ করেন, তা হলে অচিরেই তিনি সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত হবেন। ফলে যখন তিনি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করবেন, তখন তিনি ভগবৎপ্রেম অনুভব করবেন এবং তার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝড়ে পড়বে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার 'নাম ভজন" গ্রন্থে এই তিন শক্তিশালী নীতির সহজবোধ্য ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন :

"প্রত্যেকের আনন্দিত চিত্তে নামের রূপ এবং অর্থ স্মরণ করা উচিত। প্রত্যেকের কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করা উচিত, যেটা তাদের ভজনের পথে দ্রুত অগ্রসর হতে সহায়তা করবে। যদি কেউ তা না করে, তাহলে তাদের জন্ম বিফলে যাবে এবং কর্মী ও জ্ঞানীদের ন্যায় তাদের জীবন হতাশায় পর্যবসিত হবে।"

আত্মনিবেদনের পাঠশালায় প্রবেশ

যখন আমরা অনর্জিত প্রেম লাভের তীব্র বাসনা বিকশিতকরণের স্তরে পৌছাব, তখন এই দুর্লভ সম্পদ লাভের যোগ্যতা অর্জনের জন্য আমাদের আত্মনিবেদনের পাঠশালায় প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। যদি ভক্তরা কৃষ্ণের শ্রীচরণপদ্মে পূর্ণ আত্মনিবেদনের গভীর আকাঙ্ক্ষা বিকশিত না করে, তাহলে

তারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি দিব্য প্রেম অর্জন করতে পারবেন না। অবশ্য, আমাদের জড়জাগতিক বদ্ধ অবস্থায় পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করাটা খুব একটা সহজ নয়, কিন্তু অন্ততপক্ষে, আমাদের শরণাগতির ছয়টি পদ্ধতি অনুশীলনের তীব্র বাসনা থাকা উচিত। আন্তরিকভাবে কৃষ্ণের প্রতি আমাদের শরণাগতি বৃদ্ধি করার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই আমাদের সংকল্পকে আরো সুদৃঢ় করতে পারে। ঠিক যেভাবে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ ধীরে ধীরে পূর্ণ অগ্নিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তেমনই এই শরণাগতির সুদৃঢ় অগ্নি হৃদয়ের কোনে থাকা সমস্ত অজ্ঞানতার অন্ধকারকে সমানুপাতিকহারে নিঃশেষ করে দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ণ শরণাগতির আবির্ভাব হয়।

শরণাগতির এই ছয়টি উপসর্গই হচ্ছে ভক্তদের সুরক্ষিত সম্পদ। শরণাগত ভক্তরাঃ

* নিজেদেরকে তথা শরীর, মন এবং আত্মাকে শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত রাখেন।
* সেসব বস্তু গ্রহণ করেন যা ভগবদ্ভক্তির পথে অনুকূল।
* ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল সমস্ত কিছুই বর্জন করেন।
* কৃষ্ণকে তাদের একমাত্র ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করেন। অন্যকথায় তারা জানেন যে কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কেউ বা কিছুই তাদের রক্ষা করতে বা নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে না।
* একমাত্র কৃষ্ণই যে তাদের রক্ষনাবেক্ষন করেন সে সম্বন্ধে তাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।
* এবং সুদৃঢ় ও আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে, তাঁরা অতি তুচ্ছ এবং তাই তারা প্রকৃতই খুব বিনীত অনুভব করেন।

অন্যকথায়, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা বা শক্তি ছাড়া ঘাসের একটি শীষ বা

ধুলির একটি কণাও নড়ে না, তা ভালভাবে জেনে শরণাগত ভক্তরা নিজেদেরকে কৃষ্ণের কৃপাপূর্ণ শ্রীহস্তে অর্পন করেন। এই উপলব্ধি ভক্তদেরকে ভগবানের সেই রূপের আশ্রয় গ্রহণের প্রতি আরো আসক্ত করে তোলে, যা এতই কৃপালু যে তা দিব্যনাম রূপে তাদের কণ্ঠে আবির্ভূত হতে সম্মত হন।
যারা তাদের পূর্ণ শরণাগতির ভাব বৃদ্ধি করার অভিলাষী, সেসব ভক্তদেরকে আমি সর্বোচ্চভাবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিসংগ্রহ "শরণাগতি" পাঠ করার পরামর্শ প্রদান করব। এই প্রার্থনার গভীরে প্রবেশে আমাদের সহায়তা করার জন্য, আমি এখানে একটি গীতি উল্লেখ করলাম।

ভগবানকে প্রতিপালনকর্তারূপে গ্রহণঃ

১। কোন ব্যক্তিগত উপলব্ধির ফলে বা কোন সুকৃতির ফলে আমার মত অধম আপনার আশ্রয়ে আসতে পারে? অবশ্যই, দয়াময় (যিনি ভক্তদের প্রতি কৃপায় পূর্ণ) এবং পতিতপাবন (পতিত জীবদের ত্রাণকারী) হিসেবে এটা আপনার অপ্রাকৃত কৃপা। আপনি চিরকাল পতিতদের উদ্ধারকার্যে রত।

২। হে প্রভু, আপনি করুণা এবং কৃপায় পূর্ণ। আমার মত আপনার করুনার পাত্র আর নেই। আমার একমাত্র আশা যে, আপনি আমার সকল ভয় দূর করবেন।

৩। এই জগতে এমন কেউ নেই যে, যার আমাকে উদ্ধার করার শক্তি আছে। হে কৃপাময় প্রভু! আপনার বাক্যানুযায়ী, কৃপা করে এই অধম পামরকে উদ্ধার করুন।

৪। হে প্রভু, আমি সর্বস্ব ত্যাগ করে আপনার শ্রীচরণপদ্মে এসেছি। আমি আপনার নিত্য দাস এবং আপনি আমার

পালনকর্তা। হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, আপনি আমার একমাত্র অভিভাবক।

৫। সবকিছুই আপনার, আমি কেবলমাত্র আপনার দাস। তাই এটা নিশ্চিত যে, আপনি আমায় রক্ষা করবেন। আমি আপনার শ্রীচরণ পদ্মকেই আমার একমাত্র আশ্রয়রূপে গ্রহণ করেছি। তাই আমি এখন আর আমার নই।
৬। ভক্তিবিনোদ ক্রন্দন সহকারে বিনীতভাবে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন এবং দিব্য নামে রুচি প্রদান করে, কৃপাপূর্বক তাকে প্রতিপালন করুন। (শরণাগতি ৩/১)

আমি আপনাদের একটি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিঃ আপনি কি মনে করেন না যে, যখন কৃষ্ণ এই সঙ্গীত বা অনুরূপ গীতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভাবের প্রার্থনা শ্রবণ করবেন তখন তিনি কৃপাপূর্বক আপনার সম্মুখে আবির্ভূত হবেন? যখন ভক্তরা এই ভাব সহকারে দিব্যনাম গ্রহণ করেন, তাদের জড় দৃষ্টিভঙ্গির অবশিষ্টাংশ এবং নিরর্থক আত্মকেন্দ্রিক উদ্যমসমূহ তাদের হৃদয় থেকে মুছে যাবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শক্তিশালী বাক্য তাদের চিন্ময় চক্ষু উন্মোচন করে দিতে পারে এবং তাদের হৃদয়ে একটি ভক্তিমুলক ভাব সৃষ্টি করে দিতে পারে– যে ভাব উচ্চমাত্রায় প্রকৃত বিনম্রতা সহকারে জপে সহায়ক।

যখন আমরা বিনম্রতা সহকারে জপ করব, তখন আমরা গোপালগুরু গোস্বামী প্রদত্ত অনুধ্যানের উপর পূর্ণ মনোযোগী হতে পারব।

এই ধরনের অনুধ্যান সহকারে জপের চরম ফল কি? শ্রীল

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাণবন্ত বাক্য শ্রবণ করুন যেখানে তিনি আমাদের প্রকৃত বিনম্রতা সহকারে জপ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন ঃ

"এভাবে কণ্ঠ যখন নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট সংখ্যক নামের সাহায্যে ভগবানকে মহিমান্বিত করেন, তখন মন কৃষ্ণের রূপ দেখতে পায়, হৃদয় কৃষ্ণের গুণ উপলব্ধি করে এবং আত্মা সমাধিযোগে কৃষ্ণের লীলা আস্বাদন করে।"

(শ্রী চৈতন্য শিক্ষামৃত, ষষ্ঠ বর্ষণ, তৃতীয় ধারা)

জপকালীন সময়ে প্রেমাভিলাষ

যখন আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সর্ম্পকিত কোন কার্যক্রমে নিযুক্ত থাকব, তখন আমাদের তাতে সচেতন থাকা উচিত। তা কখনো কখনো এটাও বোঝায় যে, আমাদের অধিকাংশ মনোযোগ অবশ্যই নিজেদেরকে গতিপথে রাখার জন্য ব্যয় করতে হবে। যেকোন সময় আমাদের মনকে আমাদের লক্ষ্যের প্রতি সতর্ক রাখতে হবে। সর্বোপরি, সঠিক লক্ষ্যে পৌছানোই আমাদের অভিযানের দায়িত্ব গ্রহণ করার একমাত্র উদ্দেশ্য।

আমাদের অবশ্যই আধ্যাত্মিক অনুশীলনের লক্ষ্য প্রেমভক্তি অর্জনের জন্য সচেতন থাকতে হবে। এই ধরনের সচেতনতাকে বলা হয় নির্বন্ধিনী মতি। কেবলমাত্র যারা এই অবিচ্ছিন্ন পন্থায় তাদের মনোযোগকে নিবদ্ধ করবে, তারাই পরিপূর্ণতা লাভের আশা করতে পারে। অথবা, ভিন্নভাবে বলতে গেলে ঃ সাধনা (আধ্যাত্মিক অনুশীলন) সম্পাদনের সময় আমাদের অবশ্যই সাধ্য (ঐসব অনুশীলনের লক্ষ্য) সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জোর দিয়ে বলেছেন যে, আমাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের শুরু থেকে অবশ্যই সচেতনতা বজায় রাখতে হবে।

"এই অনুশীলনের শুরু থেকেই ভক্তদের অবশ্যই একাগ্র মনোযোগ অবলম্বন করতে হবে এবং কোনরূপ চিত্তবিক্ষেপ বা অমনোযোগীতার কারণে যাতে এটা ত্যাগ করতে না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত"।

(শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত, ১ম বর্ষণ, ৭ম ধারা)

এই সম্পর্কে তিনি নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

অচিরাদেব সর্বার্থঃ সিদ্ধত্যেষামভীপ্সিতঃ।
সদ্ধর্মস্যাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ ॥

সদ্ধর্মের উদয় করানোর জন্য যাদের মতি অবিচলিত, তাদের শীঘ্রই অভীপ্সিত সবার্থ সিদ্ধি হয়।

(নারদীয় পুরান, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য ২০/১০৬ থেকে উদ্বৃত)

যখন দিব্য নাম জপ সম্পর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকটি আলোচনা করা হয়, তখন শ্লোকটি এভাবে পড়া উচিত ঃ

দিব্য নাম জপ করার সময় তোমার মনকে জপের পূর্ণতা তথা প্রেমে নিবদ্ধ কর। তাহলেই তুমি খুব দ্রুত তোমার লক্ষ্য, ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম অর্জন করবে।

মানসিক একাগ্রতা (ধারণা) হচ্ছে, ধীরে ধীরে অষ্টাঙ্গযোগের উন্নতির সোপানে আরোহন করার একটি ধাপ এবং এটি সর্বদা প্রত্যাহারের অনুগমন করে, যা চিত্তবিক্ষেপ হতে মনোযোগকে রক্ষা করে। একজন জপবিজ্ঞানে সুপ্রশিক্ষিত জপকারী অষ্টাঙ্গ

যোগের অনুশীলন ছাড়াই এই একাগ্রতা বিকশিত করতে জানেন। দিব্য নামের কৃপায় তার মন পূর্ণরূপে স্থির হয়ে যায়, যা সকল যোগ অনুশীলনের চরম ফল। একসময় মনের সরোবরটি গ্রহণ এবং বর্জনের অপরিবর্তনীয় তরঙ্গ থেকে মুক্ত হয় এবং তা বায়ু শূন্য দিনে সরোবরের উপরিভাগের মত প্রশান্ত হতে শুরু করে। যখন ভক্তরা এই প্রশান্তি এবং মনোযোগ সহকারে জপ করেন, তখন কৃষ্ণের রূপ এবং গুণসহ চিন্ময় জগতের মহিমা সেই ভক্তের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় এবং তখন সুগভীর আনন্দ লাভ করেন। এই আনন্দের সাথে অন্য কোন সুখের তুলনা করা অসম্ভব, কেননা অন্য ধরনের সুখগুলো তখন রাস্তার তুচ্ছ খড়ের মত আবির্ভুত হয়, যা পূর্ণরূপে হরিনামানন্দের সম্মুখে আবির্ভূত হতে লজ্জিত হয়।

যাদুকরী সূত্র

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার হরিনাম চিন্তামনি গ্রন্থে আমাদের একটি যাদুকরী সূত্র প্রদান করেছেন, যাতে কিভাবে জপের বিকাশ সাধন করে আমাদের প্রকৃত স্থিতি অর্জন করা যায়, তার সারাংশ প্রদত্ত হয়েছে। তার সূত্রের তিনটি দিক রয়েছে ঃ

* শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ;
* জপের শান্তিপূর্ণ ও নিভৃত স্থান; এবং
* একটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব;

"এই তিনটির শক্তিতে প্রত্যেকে তার স্বাভাবিক গৌরব অর্জন করতে পারে।"

(হরিনাম চিন্তামনি ১৫/১০৩)

তৃতীয় অংশ

শুদ্ধনাম জপ

পরিসমাপ্তির উপায়

কেন কৃষ্ণ প্রথমে শব্দ রূপে বদ্ধ জীবাত্মার কাছে আসেন? তিনি কি তাৎক্ষনিকভাবে তাঁর নিত্যরূপে আবির্ভূত হতে পারেন না? আমরা ইতিমধ্যেই "স্বয়ং কৃষ্ণের চেয়ে অধিক কৃপালু" অংশে এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। কিন্তু এখন আমরা এর আরো গভীরে প্রবেশ করব।

কৃষ্ণের শাব্দিক রূপটিই একমাত্র রূপ যার সাথে বদ্ধ জীবাত্মা বর্তমানে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, এবং এটাই সেই রূপ যা তাদের ধীরে ধীরে পরিশুদ্ধ করে। আর এভাবেই তারা একদিন ভগবানের শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ রূপকে স্বাগত জানাতে পারে।

কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, কেন বদ্ধ জীবাত্মাদের কৃষ্ণের দিব্য নাম ব্যতীত অন্য কোন রূপের প্রতি সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব নয়। উত্তরটি হচ্ছে আমরা আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কৃষ্ণকে দেখতে পারি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আমাদের চিন্ময় চক্ষুকে বিকশিত করছি। দিব্য নাম জপ আমাদের চিন্ময় ইন্দ্রিয়গুলির জাগরণের মাধ্যমে কৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশকে দেখতে আমাদের প্রস্তুত করে তোলে।

কারণ আমাদের পক্ষে এটি বোঝা কঠিন যে, কৃষ্ণনাম স্বয়ং কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। আমি একটি উপমা প্রদান করতে চাই। মনে করুন, একজন সৎ এবং শক্তিশালী রাজা, যিনি একজন জেদী এবং বিদ্রোহী নাগরিককে তার রাজকীয় সাম্রাজ্যের সদস্য

বানানোর মাধ্যমে উপকৃত করতে চান এবং তাই তিনি কোন শর্ত ছাড়াই তার যে কোন ধরনের আচরণ মেনে নিতে পারেন। তা ভালভাবে জেনে সেই নাগরিকটি আরো অশালীন এবং অশিষ্ট হয়ে উঠল। তখন রাজা তাকে ধীরে ধীরে তার নতুন স্থানের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইলেন। একজন পথিকের ছদ্মবেশে তিনি সেই নাগরিকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি রাজপ্রাসাদ দেখতে চাও না? আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি – কিন্তু, অবশ্যই প্রথমে তোমাকে কিভাবে আচরণ করতে হয় তা শিখতে হবে।" যখন নাগরিকটি এই শর্ত মেনে নিল, ছদ্মবেশী রাজা তখন তাকে শিখিয়ে দিল, কিভাবে আচরণ করলে প্রহরীদের সন্দেহের শিকার বা তাদের দ্বারা বন্দী হতে হবে না। দুজনে রাজপ্রাসাদে পৌছানোর পর যখন তারা সভাকক্ষে প্রবেশ করল, তখন নাগরিকটির রহস্যময় পথনির্দেশক কিছুক্ষনের জন্য নিজেকে সরিয়ে নিলেন, কেবলমাত্র মন্ত্রীদের দ্বারা প্রার্থিত, রাজপোশাকে সজ্জিত হয়ে রাজা রূপে পুনঃ আবির্ভূত হওয়ার জন্য।

এই উপমাটি অদ্ভুত ধরনের সুন্দর। তবে এটা সত্য যে, উপমাসমূহ বাস্তবতার প্রতিটি স্তরে প্রকৃত অর্থ প্রদান করে না। তবুও এই সুনির্দিষ্ট উপমাটি বোঝায় যে, কিভাবে আমরা শুরুতে দিব্য নামকে চিনতে পারি না এবং কিভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়ার পর সে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশিত করে।

বৈষ্ণবরা দিব্য নামের পূর্ণ প্রকাশ গ্রহণ করার পর তার কাছে প্রার্থনা করেন। তারা মূলত এভাবে প্রার্থনা করেন ঃ

হে দিব্য নাম, আমার অজ্ঞানতার কারণে আমি আপনি কে তা জানতে পারি নি, তাই আমি আপনার শ্রীচরণে অসংখ্য অপরাধ করেছি।

এটাই সেই উপমাটিতে আস্থা প্রদান করে।
নাগরিকটির মতো আমরাও এই মোহময়ী জগতে আটকে পড়েছি, যেখানে আমরা যা দেখি এবং ভাবি সবই জড় উপাদানের ফসল এবং তাদের সম্পর্কে আমাদের বিষয়ভিত্তিক মতামত আমাদের চিন্ময় পরিচয় বা আধ্যাত্মিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে কোন কাজে আসে না। তবুও আমাদের সাথে যাই ঘটুক না কেন, আমরা কখনোই আমাদের চিন্ময় প্রকৃতিকে হারিয়ে ফেলি না। এমনকি বিশালাকার পর্বতও; আত্মাকে ভাঙ্গতে পারে না, গভীরতম সমুদ্রের সমস্ত জলও একে ভেজাতে পারে না। কোন ধরনের অগ্নিকান্ডই একে পোড়াতে পারে না এবং কোন ধরনের শূন্যতাই একে বিলীন করতে পারে না। আত্মা অবিনশ্বর চিন্ময় সত্ত্বা। একে মায়ার অস্বস্তিকর এবং অস্বাভাবিক ফাঁদ থেকে বাঁচাতে কৃষ্ণ দিব্য নামরূপে জড়জগতে অবতরণ করেছেন এবং জড়ের মধ্যে দ্বিতীয় চিন্ময় সত্ত্বারূপে কাজ করছেন।

এভাবেই বদ্ধ জীবাত্মা যখন প্রকৃতই দিব্য নামের সাথে মিলিত হয়, তখনই সে প্রথমবারের মত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে। এটা আরো বোঝায় যে, দিব্যনামের সাথে আমাদের সম্পর্কের গভীরতাই, কৃষ্ণের সাথে আমাদের সম্পর্ক কতটা গভীর তার নির্ভুল প্রতিনিধিত্ব করে।

পরবর্তী ভজনগীতিটিতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণনা

করেছেন, কিভাবে দিব্য নাম পতিত জীবদের প্রতি তার কৃপা বিস্তৃত করে ধীরে ধীরে তাদের ভগবানের রাজ্যে স্থানান্তরিত করেন। ********

শ্রী নাম-মাহাত্ম্যঃ
দিব্য নামের মহিমা

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।

কৃষ্ণনাম কত চমৎকার এবং শক্তিশালী।

বিষয় বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম ॥

আমার হৃদয় নিরন্তর জড় বাসনার অগ্নি শিখায় জ্বলছে, যেভাবে প্রচন্ড সূর্যতাপে মরুভূমির বালুকা তপ্ত হয়ে ওঠে।
তবুও হরিনাম কৃপাপূর্ণভাবে আমার কর্ণরন্ধ্র পথে প্রবেশ করে আমার হৃদয়ে সুশীতল দিব্য অমৃত বর্ষণ করছে।

হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হইতে না পারে চরণ।

আমার হৃদয় থেকে প্রচন্ডভাবে কৃষ্ণনাম বর্হিগত হচ্ছে, এবং সেই নাম উল্লাসময় শব্দ সহকারে চারিদিকে প্রতিধ্বনিত করে আমার জিহ্বায় নৃত্য করছে।
আমার কণ্ঠ দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, শরীর একটি পাতার মত

কাঁপছে এবং আমার পা নিয়ন্ত্রনের বাইরে অবিশ্রান্তভাবে নৃত্য করছে।

চক্ষে ধারা দেহে ঘর্ম, পুলকিত সব চর্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মুর্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব-দেহ জর জর ॥

চক্ষে অশ্রুধারা পতিত হচ্ছে, দেহে ঘর্ম নিসৃত হচ্ছে এবং লোমসমূহ উত্থিত হওয়ায় উদাসীনের মত শরীর বিবর্ণ হয়ে পড়েছে।

আমি অচেতন হয়ে পড়েছি এবং ভাবের আবেগে আমার সর্বস্ব লুন্ঠিত হয়েছে।

করি এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত বাতুল কৈল,
মোর চিত্ত-বিত্ত সব হরে ॥

হে দিব্য নাম, তুমি আমার জড় জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে, আমার হৃদয়কে মধুর অমৃতরসে পূর্ণ করে দিয়েছ। তুমি আমার সমস্ত মল ধৌত করে দিয়ে, আমাকে অন্তহীন প্রেমের ভক্তিতরঙ্গে নিমজ্জিত করে রেখেছ।
আমি বুঝতে পারছি না আমার সাথে কি ঘটছে। আমি দ্বিধান্বিত, উন্মাদ হয়ে পড়েছি, আমার মন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

লইনু আশ্রয় যার, হেন ব্যবহার তার,
বর্ণিতে না পারি এ সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল ॥

আমি যার আশ্রয় গ্রহণ করলাম, তার এ হেন ব্যবহার? আমার কোন ভাষা নেই, কিভাবে আমি তা বর্ণনা করতে পারি?
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, তা বায়ুর চেয়ে দ্রুতগামী। কিভাবে আমি তাকে সুখী করতে পারি সেটাই আমার একমাত্র চিন্তনীয় বস্তু।

প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি পুনঃ, দেখায় নিজ রূপ গুন,
চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণপাশ ॥

হে নাম, হে প্রেমের কলি, অদ্ভুত রসের খনি, আপনার দিব্য শক্তিতে আমাকে আরো একবার উল্লাসিত করুন।
আপনার রূপ গুন ঈষৎ প্রদর্শন করিয়ে আমার হৃদয় চুরি করে তা কৃষ্ণকে অর্পণ করুন।

পূর্ণ বিকশিত হইয়া, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপবিলাস।
মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ-দেহের করে সর্বনাশ ॥

আপনি পূর্ণ মহিমায় বিকশিত হয়ে আমাকে ব্রজে নিয়ে যান এবং আমাকে দিব্য দম্পতিযুগল শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের নিত্যকালীন প্রণয়লীলা দর্শন করান।
আপনি আমায় চিন্ময় স্বরূপ প্রদান করে, আমাকে তার কাছে রেখে আমার এ জড় দেহের বিনাশ করেন।

কৃষ্ণনাম চিন্তামনি, অখিল রসের খনি,
নিত্য মুক্ত শুদ্ধ রসময়।
নামের বালাই যত, সব লয়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয় ॥

কৃষ্ণনাম মহিমাময়, ইচ্ছাপূরণকারী চিন্তামনি, অমৃতবর্ষণকারী এক বন্ধনহীন মেঘের মত নিত্যমুক্ত এবং শুদ্ধ।
হে প্রভু! আপনার অমৃতময় নাম জপে বিঘ্নসৃষ্টিকারী সমস্ত বালাই বিনষ্ট করুন, তাহলেই আমি শীঘ্রই অকৃত্রিম সুখের উদয়কে স্বাগত জানাতে পারব।

(শরণাগতি, দশম নীতি)

প্রেম অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আটটি শক্তিশালী নির্দেশ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার বিখ্যাত শিক্ষাষ্টক প্রার্থনায় সকল সাধককে ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম অর্জনের পথে নিজেদেরকে পরিচালিত করার জন্য একটি চমৎকার পথনির্দেশ প্রদান করেছেন। প্রথম শ্লোকে দিব্য নামের বিস্ময়কর মহিমা প্রতিষ্ঠিত করার পর, তিনি জপে অমনোযোগীতার প্রধান কারণ তথা অপরাধের প্রতি তার অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তৃতীয় শ্লোকে তিনি বিনম্রতা, সহনশীলতা, করুণা, সমদর্শীতা এবং অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদানকারীত্বকে অপরাধবিহীন জপকারীর লক্ষণ বলে বর্ণনা করেছেন।
চতুর্থ শ্লোকে তিনি জাগতিক উদ্দেশ্য ত্যাগ এবং অহৈতুকী ভক্তির নিকটবর্তী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। পঞ্চম

শ্লোকে ভগবান একজন বদ্ধ জীবাত্মার ভূমিকা অবলম্বন করে নিজেকে অসহায় স্বীকার করে শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করেছেন এবং তাঁর বিশেষ করুণা ভিক্ষা করেছেন। ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকৃতভাব (দিব্য প্রেম) প্রার্থনা করেছেন।

শেষোক্ত দুটি শ্লোকে তিনি বর্ণনা করেছেন, কিভাবে একজন জপকারী শ্রীমতি রাধারাণীর অনুসারী হয়ে ব্রজবাসীদের মত বিপ্রলম্ভ (বিরহ) এবং সম্ভোগ (মিলন) ভাবে কৃষ্ণের আরাধনা করতে পারেন। আমি আন্তরিকভাবে হরিনাম জপে অগ্রগতি লাভে আগ্রহী পাঠকদের শিক্ষাষ্টক প্রার্থনা পাঠ করার জন্য এবং তাদেরকে শিক্ষাষ্টকের ওপর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ভাষ্যের সাথে পরিচিত হতে উৎসাহিত করব। একইসাথে, তারা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হরিনাম চিন্তামনি এবং ভজন রহস্য পাঠ করতে পারে। এই দুটোর মধ্যে ভজন রহস্যে সুনির্দ্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে শিক্ষাষ্টকের নির্দেশ অনুসরণ করে বিস্তৃত এবং পদ্ধতিগত পন্থায় অগ্রসর হওয়া যায়।

পরিপূর্ণতার ধাপসমূহ ঃ নাম-ভজন অনুশীলনের সারাংশ

আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার সোপানে আরোহনের পাঁচটি ধাপ রয়েছে ঃ শ্রবণ, গ্রহণ, স্মরণ, চিন্ময় স্বরূপ অর্জন এবং পরিপূর্ণতা। আসুন আমরা শ্রবণ দশা দিয়ে শুরু করি।

১। শ্রবণ দশা (শ্রবণের স্তর)ঃ
শ্রবণ দশা এতই আনন্দপূর্ণ ধাপ যে, তখন ভক্তরা একজন যথার্থ গুরুর কাছ থেকে সাধনা এবং সাধ্য সম্পর্কে শ্রবণ

করেন। তারা শিক্ষা লাভ করেন কিভাবে জপের যোগ্যতা বিকশিত করে অপরাধবিহীনভাবে জপ করতে হয় এবং কিভাবে ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেমে পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য উৎসাহীভাবে জপ করা যায়। ধীরে ধীরে এই ধাপে ভক্তরা তাদের জপসংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকেন, কারণ জপের প্রতি তাদের রুচি এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়, যেখানে তারা দিব্য নাম ছাড়া বেঁচে থাকতে অসমর্থ অনুভব করে। আপনি দেখে থাকতে পারেন, এই শ্রবণ দশা প্রাথমিক উপলব্ধি, গভীর নিমগ্নতা এবং অভিরুচি সহকারে এক বিশাল ভূখন্ডজুড়ে বিস্তৃত হতে শুরু করেছে।

২। বরণ দশা (গ্রহণের স্তর)ঃ
বরণ দশা হচ্ছে সেই ধাপ যেখানে ভক্তরা নামপ্রেম অর্জনের যোগ্যতাসম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের আধ্যাত্মিক গুরুর হৃদয় উৎসারিত কৃপা লাভ করেন এবং এই কৃপার মাধ্যমে তাদের মধ্যে চিন্ময় শক্তি সঞ্চারিত হয়। শ্রবণ দশা এবং বরণদশার মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য হচ্ছে যে, এই ধাপে ভক্তরা অপরাধবিহীনভাবে জপ করেন এবং কৃষ্ণের সাথে তাদের নিত্য সম্পর্কে কেন্দ্রীভূত হন। "বরণ" শব্দটি এই বিষয়ে সম্পর্কিত যে, তারা এই দশায় তাদের সেবার অবস্থান এবং রসের বাস্তবতা উভয়ই গ্রহণ করেন এবং তারা সেই গ্রহণের ভিত্তিতে জপ শুরু করেন।

৩। স্মরণ দশা (স্মরণের স্তর)ঃ
নাম-স্মরণের বা নামের উপর ধ্যানের পাঁচটি অগ্রগামী ধাপ

রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ভক্তরা কেবল হৃদয়ে নামের সামান্য স্পর্শ অনুভব করতে পারে। আরো উন্নত হলে তারা জপের সময় ভগবানের চিন্ময় স্বরূপের ধ্যান করা শিখতে পারে। তারপর তাঁরা কৃষ্ণের নাম এবং রূপের উপর ধ্যান করতে শুরু করে, এভাবে তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণের দিব্য গুনাবলী তথা তাঁর করুণা বা তাঁর মহান ভক্তদের প্রতি হৃদ্যতা প্রভৃতি হৃদয়ঙ্গমকরণে সুদৃঢ় সামর্থ্য প্রকাশ পায়। পরিশেষে কৃষ্ণের নাম, রূপ এবং গুনাবলী তাদের হৃদয়ে এমন একটি পন্থায় মিলিত হয় যে, তাঁরা রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা দর্শন করেন।

৪। আপন দশা (চিন্ময় স্বরূপ অর্জনের ধাপ)ঃ
চতুর্থ ধাপে জপকারীরা তাদের চিন্ময় স্বরূপ অর্জন করেন এবং লীলায় প্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হন। এভাবে তারা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণরসে নিমগ্ন হন। আপন দশায় ভক্তরা ধ্যানগতভাবে দিব্য দম্পতিযুগলের প্রতি তাদের ভক্তিমূলক সেবা নিবেদন করেন, যদিও তাদের শরীর এই জড় জগতে থাকে। স্মরণ দশায় পরিপূর্ণতা অর্জন করার পর তারা তাদের চিন্ময় পরিচয় (স্বরূপ সিদ্ধি) অর্জন করেন এবং তারা সেই চিন্ময় স্বরূপে পূর্ণ চেতনায় ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করেন, যে রূপটি ভক্তিমূলক সেবা ভাব দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়।

স্মরণ দশার শেষাভিমুখে এবং আপন দশাকালীন সময়ে ভক্তরা ভগবানের অষ্টকালীন নিত্যলীলা সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তাঁর আরাধনা করেন। যখন এই ধরনের ভক্তরা গভীরভাবে এই ধ্যানে নিমজ্জিত হন, তখন তারা নিজেদের এবং কৃষ্ণ উভয়কেই

উপলব্ধি করেন। এই সবকিছু দিব্য নামের শক্তি এবং কৃপাতেই সংগঠিত হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণনা করেছেন ঃ

দিব্য নাম একটি প্রেম পুষ্পের কোরক এবং এটি অদ্ভুত রসের নিলয়। এটি এমন শক্তি প্রদর্শন করে যে, যখন তাঁর দিব্য নাম সামান্য প্রস্ফুটিত হতে শুরু করে, তখন এটি তাঁর দিব্য রূপ এবং গুণ প্রকাশ করে। এভাবেই আমার হৃদয় সরাসরি কৃষ্ণ কর্তৃক অপহৃত হয়। দিব্য নাম পুষ্প পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে আমাকে ব্রজে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিত্য প্রেমময় স্বরূপ বিলাস দর্শন করান। এই নাম আমাকে আমার নিত্য চিন্ময় শরীর প্রদান করে আমাকে কৃষ্ণ পাশে নিয়ে যায় এবং সম্পূর্ণরূপে আমার মৃত্যুময় শরীর সম্পর্কিত সবকিছু বিনাশ করে।*

(শ্রী নাম মাহাত্ম্য, শ্লোক ৭-৮)

৫। প্রপন্নদশা (পরিপূর্ণতা পর্যায়)ঃ
আপন দশায় ভক্তরা শরীরে দিব্য ভাব সহকারে জড় জগতে অবস্থান করেন। প্রপন্ন তার পরবর্তী দশা এবং তা জপকারীর পরিভ্রমণের চূড়ান্ত গন্তব্য নির্দেশ করে। ভক্তরা তাদের জড় শরীর ত্যাগের পর দিব্য নামের কৃপায় ব্রজে কৃষ্ণের পার্ষদত্ব লাভ করেন এবং তাদের নির্দিষ্ট চিন্ময় শরীর অর্জন করেন। এটাকে বলা হয় বাস্তুসিদ্ধি এবং এটাই দিব্য নাম জপের চরম ফল।

---

* প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি পুনঃ, দেখায় নিজ রূপ গুণ,
চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণ পাশ ॥
পূর্ণ বিকশিত হইয়া, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপবিলাস।
মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্বনাশ ॥

যখন জীবাত্মা বৃন্দাবনে পৌছেন, ভগবান তখন তাঁর রসের (কৃষ্ণের সাথে ভক্তের সম্পর্কের উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ চিন্ময় রস) ভান্ডার উন্মুক্ত করে দেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উল্লাসিতভাবে সেই সময়কার কৃষ্ণের স্বাগত বাণী বর্ণনা করেছেন, যা মহত্তর মহানুভবতায় অনুপ্রাণিত ঃ

হে সখা, আমি অত্যন্ত সাবধানে এই রসের ভান্ডারটি তোমার জন্য ধারণ করে আছি। তোমার একার এতে অধিকার আছে। আমাকে প্রত্যাখ্যান করে তুমি আমার মোহময়ী শক্তির মায়াজালে পতিত হয়েছিলে। নিরন্তর আমি তোমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদর্শন করেছি। তুমি তা তোমার নিজের প্রচেষ্টায় অর্জন করেছ, তাই আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমার চির নবীন নিত্য আনন্দময়রূপে আমার সেবা কর এবং অন্তহীন আনন্দসিন্ধুতে আমার সাথে খেলা কর। ভয় পেও না এবং শোক করো না, তুমি নিত্য আনন্দময় জীবন অর্জন করেছ। আমার কারণে, তুমি জড় আসক্তির সকল শৃঙ্খল ছিন্ন করেছ। আমি কখনোই সেই ভালবাসার প্রতিদান দিতে সমর্থ নই, যা তুমি প্রদর্শন করেছ। আমি স্বাভাবিকভাবেই তোমার সেবায় সন্তুষ্ট। (শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত, সমাপ্তি বাক্য)।

সংক্ষেপে, দিব্য নাম হচ্ছে একটি বীজ যা এর মধ্যে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বাস্তবতা বহন করে। এই বাস্তবতা ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে প্রকাশিত হয় এবং এটি কেবল কৃষ্ণকেই প্রকাশিত করে না, বরং আমাদের প্রকৃত আমিকেও প্রকাশিত করে। কৃষ্ণের কথাকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হলে, আমাদের অবশ্যই আমাদের নিজের চিন্ময় রূপকেও উপলব্ধি করতে হবে।

অনুরূপভাবে দিব্য দম্পতিযুগলের চিন্ময় বৈশিষ্ট্য এবং কার্যপ্রণালী উপলব্ধি করতে হলে, আমাদের অবশ্যই আমাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক গুণ এবং কার্যকলাপকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

অন্যকথায়, নিজেকে আলোকিত করা কৃষ্ণভাবনামৃতের একটি অত্যাবশ্যক অংশ কারণ আমাদের প্রত্যেকেই কেবল কিভাবে আমাদের ইন্দ্রিয় উপভোগ করার ক্ষমতা বিকশিত করা যায় সেই অনুসারে বিস্তৃত সত্যকে গ্রহণ এবং উপলব্ধি করতে সমর্থ হই।

উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক একটি গাধা। কিভাবে সে একটি সর্বোচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানকে গ্রহণ করতে সমর্থ হবে? সাধারণত গাধা যথেষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন নয়। কিন্তু এর কানগুলো সূক্ষ্ম সুর, লয় এবং তাল গ্রহণের জন্য যথেষ্ট উপযোগী। গাধার মত, আমাদেরও অবশ্যই আমাদের কানকে উন্নত করা উচিত। নিয়মিত এবং আন্তরিক জপকারীরা ধীরে ধীরে আত্মার বহিরাবরণ পরিত্যাগ করেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বাস্তব প্রকৃতির বাহ্যিক সমস্ত কলুষগুলো দূরীভূত হয়ে আত্মা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। ঐ সময় দিব্য দম্পতিযুগল আত্মার পরিশোধিত হৃদয়ে তাদের দিব্য গুণ এবং লীলা সহকারে প্রতিফলিত হয়।

এই বিষয়টি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ একজন উৎসাহী জপকারীর নিকট নিম্নোক্ত পত্রটিতে চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ আমি এটা শুনে খুবই আনন্দিত যে, তোমার জপে উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। দিব্য নাম জপের মাধ্যমে আমাদের সমস্ত কলুষ দূরীভূত হয়ে ভগবানের রূপ, গুণ এবং

লীলাসমূহ আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। কৃত্রিমভাবে ভগবানের রূপ, গুণ এবং লীলাসমূহ স্মরণ করার পৃথক প্রয়াস করার কোন প্রয়োজন নেই। ভগবান এবং তার নাম এক ও অভিন্ন। যখন এটি পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি হয়, তখন হৃদয়ের আবরণ দূর হয়ে যায়। অপরাধবিহীনভাবে জপের মাধ্যমে তুমি ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করতে পার যে, সকল পরিপূর্ণতাই দিব্য নাম হতে আসে। জপের মাধ্যমে নিজের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে বিদ্যমান স্বাতন্ত্র্য ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং কেউ তার নিজের চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। কেউ নিরন্তর জপ করার মাধ্যমে তার চিন্ময় স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং ভগবানের রূপের চিন্ময় প্রকৃতি দর্শন করতে পারে। কেবলমাত্র দিব্য নামই জীবসত্তার চিন্ময় স্বরূপকে প্রকাশিত করতে পারে এবং তারপর তাকে কৃষ্ণের রূপের প্রতি আসক্ত করে তোলে। কেবলমাত্র দিব্য নামই জীবসত্তার চিন্ময় গুণসমূহ প্রকাশিত করতে পারে এবং তারপর তা কৃষ্ণের গুণের প্রতি তাকে আসক্ত করে। কেবলমাত্র দিব্য নামই জীবসত্তার চিন্ময় কার্যকলাপকে প্রকাশিত করে এবং তারপর তা তাকে কৃষ্ণের লীলার প্রতি আকৃষ্ট করে। দিব্য নামের সেবা দ্বারা আমরা শুধুমাত্র দিব্য নাম জপ করাকেই বোঝাই না বরং এতে জপকারীর অন্যান্য কর্তব্যগুলোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যদি আমরা শরীর, মন এবং আত্মার সাহায্যে দিব্য নামের সেবা করি, তাহলে সেই সেবার নির্দেশনা পরিষ্কার আকাশের সূর্যের মতোই জপকারীর হৃদয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে প্রকাশিত হয়। দিব্য নামের প্রকৃতি কি? পরিনামে এইসব উপলব্ধিগুলো স্বতঃস্ফুর্তভাবে দিব্য নাম জপকারীর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। হরিনামের প্রকৃত স্বভাব

শাস্ত্রসমূহ শ্রবণ, পঠন এবং অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই বিষয়ে আর কিছু লেখা অনাবশ্যক। কেননা সবকিছুই জপের মাধ্যমে তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হবে।

(শ্রীল প্রভুপাদ পত্রাবলী, ১ম খন্ড, ৪-৫)

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত রচিত নামভজন সহায়িকা

যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হলেন, তিনি জন্মমৃত্যুচক্রে আবর্তনরূপে রোগ নিরাময়ের জন্য তাঁর সাথে তাঁর পবিত্র নামের মহৌষধ নিয়ে এসেছিলেন এবং বদ্ধ জীবাত্মাদের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি দিব্য প্রেম সঞ্চার করেছিলেন। তিনি তাঁর সাথে তাঁর নিত্য সিদ্ধ পার্ষদদেরও নিয়ে এসেছিলেন।

তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত, কীভাবে ভগবানের পবিত্র নাম জপ করলে দ্রুত নাম প্রেম অর্জন করা যায়, সে বিষয়ে আমাদের একটি অতুলনীয় আচরণবিধি প্রদান করেন। নাম প্রেম কৃষ্ণপ্রেমের সমতুল্য। এখানে শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত রচিত প্রেমবিবর্ত গ্রন্থের সপ্তদশ অধ্যায় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলি উদ্ধৃত হল। এই নির্দেশাবলির কতিপয় হৃদয়ঙ্গম করতে ক্ষণিক সময়ের প্রয়োজন হতে পারে, আবার অনেকের ক্ষেত্রে তা খুব স্বল্প সময়ে বোধগম্য হতে পারে। তাই আমি এই উপদেশ গুলো বারবার পাঠের মাধ্যমে আপনার উপলব্ধির গভীরতা বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধ করব। এই অমূল্য নির্দেশাবলি উপলব্ধি করার মাধ্যমে আপনি তা থেকে এক অক্ষয় ধনভাণ্ডারের সন্ধান লাভ করতে পারবেন।

যদি করিবে কৃষ্ণ নাম, সাধু-সঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহার ॥

যদি তোমার প্রকৃতই শুদ্ধভাবে কৃষ্ণনাম জপ করার অভিলাষ হয়, তাহলে আন্তরিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তের সঙ্গ তথা সাধুসঙ্গ অন্বেষণ কর। ইন্দ্রিয় উপভোগ, মুক্তি, অলৌকিক শক্তি বা অন্যান্য জড়বস্তু লাভের অপ্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষা পরিহার কর।

দশ অপরাধ ত্যাজ মান-অপমান।
অনাসক্তে বিষয় ভুঞ্জ আর লহ কৃষ্ণনাম ॥

দশবিধ নাম অপরাধ বর্জন করে মান-অপমান আদি দ্বৈতভাবের উর্ধ্বে অবস্থান কর। জড় জাগতিক জীবনকে কৃষ্ণের সেবায় ব্যবহার কর। পার্থিব বস্তুর প্রতি অনাসক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবা সম্পাদন কর আর নিরন্তর কৃষ্ণনাম জপ কর।

কৃষ্ণভক্তির অনুকূল সব করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সব কর পরিহার ॥

জীবনে কৃষ্ণভক্তির অনুকূল সকল বস্তু গ্রহণ এবং কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সমস্ত বস্তু সম্পূর্ণরূপে পরিহার কর।

জ্ঞান-যোগ-চেষ্টা ছাড় আর কর্ম-সঙ্গ।
মর্কট বৈরাগ্য ত্যাজ যাতে দেহ রঙ্গ ॥

পার্থিব মনোধর্মী জ্ঞান, সকাম কর্মফল এবং অলৌকিক যোগসিদ্ধি অর্জনের জন্য উৎসাহিত হয়ো না। কপটতাপূর্ণ ত্যাগকে মর্কট বৈরাগ্য বলে, যা গুপ্তভাবে শারীরিক আনন্দ বা সুযোগ-সুবিধা লাভের বাসনাকে ইঙ্গিত করে।

কৃষ্ণ আমায় পালে-রক্ষে জান সর্বকাল।
আত্মনিবেদন ধ্যানে ঘুচাও জঞ্জাল ॥

মনে কর যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক জীবকে পালন এবং রক্ষা করছেন। গভীর নম্রতা সহকারে তোমার জীবন ও আত্মাকে

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন কর, যিনি সমস্ত অপ্রত্যাশিত জড়বাসনা থেকে তোমায় মুক্ত করবেন।

সাধু পাবে কষ্ট বড়, জীবের জানিয়া।
সাধু-ভক্ত-রূপে কৃষ্ণ আইলা নদীয়া ॥

সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানেন, কীভাবে জীব কদাচিৎ প্রকৃত সৎসঙ্গ অন্বেষণ করছে। তাই তিনি স্বয়ং শুদ্ধভক্তরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

গোরাপদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান।
গোরা বৈ সাধু-গুরু কেবা আছে আন ॥

সেজন্য, প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ব্যক্তি অবশ্যই শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করবেন, কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ হচ্ছেন যথার্থ সাধু ও গুরু।

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে।
গ্রাম্য কথা না কহিবে, যবে মিলিবে আনে ॥

পার্থিব ভিত্তিহীন গ্রাম্য কথা শ্রবণ করো না এবং যখন ঐ সব লোকদের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে তখন ঐসব অর্থহীন আলোচনায় অংশগ্রহণ করো না।

স্বপ্নেও না কর, ভাই, স্ত্রী-সম্ভাষণ।
গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া, ভাই, আসিয়াছ বন ॥

এমনকি স্বপ্নেও কখনো স্ত্রীলোকের কথা চিন্তা করো না। নিষিদ্ধ স্ত্রীসঙ্গ পরিহার করায় ব্রত গ্রহণ কর আর সর্বদা স্মরণ কর যে গৃহে স্ত্রী পরিত্যাগ করে মনেপ্রাণে ভজনে মগ্ন থাকার জন্যেই তুমি বৃন্দাবনে এসেছ।

যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে ॥

যদি তুমি শ্রীগৌরাঙ্গের সাথে সুসম্পর্ক অটুট রাখতে চাও, তাহলে নিরন্তর ছোট হরিদাসের কথা স্মরণ কর, কেন তিনি ভগবান কর্তৃক কঠোরভাবে পরিত্যাক্ত হয়েছিলেন।

ভাল না খাইবে, আর ভাল না পড়িবে।
হৃদয়েতে রাধা-কৃষ্ণ সর্বদা সেবিবে ॥

দামী সুস্বাদু খাবার ও ব্যয়বহুল ভাল পোশাক পরিহার কর। সর্বদা বিনীত থেকে অবিরত হৃদয়ের অভ্যন্তরে দিব্য দম্পতিযুগল শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণের সেবা কর।

বড় হরিদাসের ন্যায় কৃষ্ণনাম বলিবে বদনে।
অষ্টকাল রাধা সেবিবে কুঞ্জবনে ॥

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মত অহর্নিশি নিরন্তর কৃষ্ণনামে মগ্ন থাক। আর হৃদয়ের গভীরস্থিত বৃন্দাবনের কুঞ্জে সর্বদা শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন সেবা সম্পাদন কর।

গৃহস্থ, বৈরাগী-ধুনে বলে গোরা-রায়।
দেখ ভাই, নাম বিনা যেন দিন নাহি যায় ॥

শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু গৃহস্থ তথা বৈরাগী ভক্তদের জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, "অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখ যে, একটা মুহূর্তও যেন কৃষ্ণনাম বিনা ব্যয় না হয়।"

বহু অঙ্গ সাধনে, ভাই, নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণ নামাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন ॥

যদি তুমি শুদ্ধভক্তির পথে অগ্রসর হতে চাও, বহু নীতি অনুশীলনের কোনো প্রয়োজন নেই। সহজভাবে কৃষ্ণনামের পূর্ণ আশ্রয় ভিক্ষা কর। আর এভাবেই তোমার চিত্ত ও চেতনা শুদ্ধ হবে।

বদ্ধ জীবে কৃপা করি, কৃষ্ণ হইল নাম।
কলি-জীবে দয়া করি, কৃষ্ণ হইল গৌরধাম ॥

বদ্ধ জীবদের করুণা প্রদর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণনাম রূপে এই জড়জগতে অবতরণ করেছেন।

এছাড়াও, কলিযুগের পতিত জীবদের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ গৌরধাম নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

একান্ত সরলভাবে ভজ গৌরজন।
তবে তো পাইবে, ভাই, শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥

আন্তরিক এবং অকপট হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদদের সেবা কর। তাহলেই নিশ্চিতভাবে তুমি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে যাবে।

গৌর জন সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া।
হরে কৃষ্ণ নাম বল নাচিয়া নাচিয়া ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তার সঙ্গীগণের মহত্বের মহিমা প্রচার কর। আর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে উল্লাসের সাথে নৃত্য কর।

অচিরে পাইবে ভাই নাম-প্রেমধন।
যাহা বিলাইতে প্রভুর নদীয়ায় আগমন ॥

অচিরেই তুমি নাম প্রেমরূপ মহাধন লাভ করবে। পরমেশ্বর ভগবান বিনামূল্যে এই অমূল্যে ধন বিতরণ করতেই নদীয়ায় আবির্ভূত হয়েছেন।

****

শুদ্ধ নাম ঃ জড় জিহ্বার কোন বস্তু নয়, বরং একটি দিব্য উপহার

যখন একজন ভক্ত শুদ্ধ নাম জপ করেন, তখন কি ঘটে? সহজ উত্তর হচ্ছে কৃষ্ণ তখন ব্যক্তিগতভাবে জপকারীর হৃদয়ে অবতরণ করেন এবং সেখান থেকে তার জিহ্বায় আবির্ভূত হন। হরিভক্তিকল্পলতিকা গ্রন্থে এটি খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

কৃষ্ণ শ্রবণকারী কর্ণে প্রবেশ করে হৃদয়ে পৌছায়। হৃদয়ের হ্রদ প্লাবিত করে তিনি তাঁর অপ্রাকৃত গুণ, নাম এবং রূপের দ্রুতগামী প্রবাহিত স্রোতস্বিনীর ন্যায় মুখগহ্বর হতে বর্হিগত হয়।

(হরিভক্তিকল্পলতিকা ৪/৭)

আমাদের সর্বাধিক সতর্কতা সহকারে লক্ষ্য করা উচিত যে, জড় জিহ্বা কখনোই শুদ্ধ দিব্য নামের ধ্বনি উৎপন্ন করতে পারে না। আমাদের জিহ্বা এবং স্বরথলিসমূহ সকল ধরনের ভাষার অনেক ধ্বনি তৈরি করতে পারে, কিন্তু দিব্য নামের ধ্বনিসমূহ শ্রেণীগতভাবে কিছুটা ভিন্ন। ঠিক যেমন কোন বিশেষ কৌশলের মাধ্যমে বালি থেকে স্বর্ণ নিষ্কাশন করা সম্ভব নয়, তেমনি যে কোন পদ্ধতিতে আমরা শব্দ উৎপাদন করি না কেন, তা থেকে আমরা কখনোই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম উৎপন্ন করতে পারি না, যা একটি চিন্ময় শব্দ। স্বয়ং কৃষ্ণই আমাদের সেই নাম প্রদান করতে পারেন।

তিনি তাঁর দিব্য শক্তির মাধ্যমে নিজেকে ভক্তদের কাছে পরিচিত করিয়ে দেন, তিনি আমাদের প্রচেষ্টায় আবির্ভূত হন না।

অন্যকথায়, আমরা কখনোই আমাদের ইচ্ছার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা চিন্ময় স্থিতিতে আরোহন করতে পারি না। বরং ভগবানই কৃপা করে আমাদের স্তরে আবির্ভূত হন এবং যদি তিনি চান, আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশিত করতে পারেন।

একটি উদাহরণ আমাদেরকে তা বুঝতে সাহায্য করবে। যখন চিরতপ্ত সূর্য পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়ে আলো প্রদান করে, কেবল তখনই আমরা তাকে দেখতে পাই। আমরা সূর্যকে তার রশ্মি এবং তাপের মাধ্যমে দেখতে পাই, কোন মনুষ্য নির্মিত মোমবাতি বা আলোর মাধ্যমে নয়। ভক্তি হচ্ছে নিত্যভাব, যেটা ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের সাথে যুক্ত কোন সাধনার দ্বারা তৈরি নয়, সহজভাবে এটি কৃষ্ণের চিন্ময় শক্তির মাধ্যমে (সম্বিত এবং হ্লাদিনী) জীবাত্মার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। একইভাবে দিব্য নামও কখনোই এই জগতের বস্তু নয়।

আসুন অন্য একটি উদাহরনের মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি। প্রাচীনকালে লোকেরা সুবিস্তৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত, যাতে সুবৃহৎ প্রস্তুতির প্রয়োজন হত। প্রথমে ব্রাহ্মণদের অনুসন্ধান করে আমন্ত্রিত করতে হত। তারপর তারা যজ্ঞস্থলী নির্মান, অগ্নিকুন্ড স্থাপন, যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং নৈবদ্যগুলো জমা করত। পরিণামে এইসব প্রস্তুতিগুলোই যজ্ঞকে চরম গন্তব্যের দিকে পরিচালিত করত, যার ফলাফল সমগ্র মানব সত্ত্বার কল্পনাতীত ছিল। এ ধরনের অগ্নিযজ্ঞের ফল কি রকম হত বলে মনে হয়? ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে যজ্ঞে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তাঁর কৃপা বিতরণ করতেন।

ভাগবত হতে আমরা শুনি যে, কিভাবে এরকম এক যজ্ঞে ভগবান বিষ্ণু রাজা পৃথুর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এটি লক্ষ্য করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, যখন ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তাঁর চরণ পৃথিবী স্পর্শ করে নি। অন্যকথায়, মানব কল্যাণে পৃথিবীতে আর্বিভূত হলেও তিনি সর্বদাই চিন্ময় থাকেন। একইভাবে কৃষ্ণ নিজেই নিজেকে উচ্চারণ করে একজন প্রকৃত ভক্তের জিহ্বায় নৃত্য করে ভক্তের সমগ্র সত্ত্বায় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েন। তিনি কখনোই জপকর্তার সৃষ্ট নন। তিনি সর্বদাই তার ইচ্ছানুযায়ী আসা যাওয়া করার জন্য স্বাধীন।

যখন আমরা জপ করি, তখন আমরা নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান করি। আমরা এও আশা করি যে, ঠিক মনুষ্য কৃত অগ্নিযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মত, আমাদের যজ্ঞের চরম ফল হিসেবে কৃষ্ণ আবির্ভূত হবেন। তাই আমরা যথাযথভাবে দিব্য নাম জপ করার জন্য আমাদের সাধ্যের মধ্যে সবকিছুই করি। কিন্তু পরিশেষে, আমরা বিনীতভাবে কৃষ্ণের দিব্য আবির্ভাব কামনা করি। প্রকৃতপক্ষে, এটি দিব্য নামের প্রতি বিনীত প্রার্থনার ফল, যা ভগবানের হৃদয়ের শান্ত হ্রদে কৃপার তরঙ্গরূপে পৌঁছে তাদেরকে আমাদের প্রতি বাহিত হতে অনুপ্রাণিত করে। কেবল তখনই আমাদের পক্ষে যথার্থভাবে দিব্য নাম জপ করা সম্ভব হয়।

এটা আমাদেরকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকপ্রদান করে ঃ

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

"অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কখনো প্রাকৃত চক্ষু, কর্ণ আদির গ্রাহ্য নয়; জীব যখন সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে

কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখনই অপ্রাকৃত জিহ্বা আদি ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনামাদি স্বয়ং স্ফুর্তি লাভ করে।"

(চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য ১৭/১৩৬)

অন্যকথায়, ভগবান যখন ভক্তের সেবামূলক মনোভাব দ্বারা সন্তুষ্ট হন, তখন তিনি তাঁর নিজের শক্তিতেই ভক্তের ইন্দ্রিয় এবং মনে আবির্ভূত হন। এই বিষয়টি আরো পরিষ্কার করার জন্য সম্ভবত এটি সহায়ক হতে পারে ঃ

সেবা প্রদানের ভাব নিয়ে জপ কর, সেবা গ্রহণের ভাব নিয়ে নয়।

আনন্দ প্রদানের ভাব নিয়ে জপ কর, আনন্দ গ্রহণের ভাব নিয়ে নয়।
কৃষ্ণই হচ্ছেন রসরাজ, তুমি তা নও!

সেবা ভাবই হচ্ছে একমাত্র ভাব যার মাধ্যমে আমরা বাস্তবিকই ভগবানের কাছে পৌছাতে পারি। যদি আমরা প্রভু হই, তাহলে আমরা তার কাছে পৌছাতে পারব না। নামভজনের মহান আচার্যরা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, শ্রবণ হতে শুরু করে আত্মনিবেদন পর্যন্ত ভগবদ্ভক্তির নয়টি অঙ্গের সবগুলোই জপ অনুশীলনের সাথে সংশ্লিষ্ট।

ব্যক্তিগত তদারকির মাধ্যমে জপের সময় সেসব সম্পাদন করা সম্ভব হয়। তাই আসুন পশ্চাৎ দ্বার তথা দাসদের দরজা দিয়ে দিব্য নামের প্রাসাদে প্রবেশ করি।

যারা সম্মুখ দ্বার দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করবে তারা নিশ্চিতভাবে বাধাগ্রস্থ হয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু যারা দিব্য নামের প্রতি কৃপা

প্রার্থনার সময় আন্তরিকভাবে বিনীত সেবার মনোভাব সহকারে পশ্চাৎদ্বার দিয়ে আসার চেষ্টা করবে, তারা অচিন্তনীয় সফলতার সাথে দিব্য নামের সাক্ষাৎ লাভ করবে। ভক্তরা যারা এই গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করবে, তারা দিব্য নাম জপে আরো উৎসাহী হবেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর এভাবে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রার্থনা করেছেন ঃ

এখন ভগবান গৌরচন্দ্র এই জগতে অবতরণ করেছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম তরঙ্গ হঠাৎ এই গ্রহকে প্লাবিত করেছে এবং বদ্ধ জীবাত্মার হৃদয়গুলো যা বজ্রের মত কঠিন ছিল, তা মাখনের মত কোমল হয়ে গেছে। আমি সেই ভগবান গৌরচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করি।

(চৈতন্য চন্দ্রামৃত, পাঠ-১১০)

পরবর্তী একটি শ্লোকে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন ঃ

যদি ভগবান চৈতন্যচন্দ্র কৃপা করে এই রহস্য প্রকাশ না করতেন, কেউ কি "শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম" এই চমৎকার বাক্যটি আগে শুনতে পেত? কেইবা দিব্য নামের মহিমা সম্পর্কে জানতে পারত? কেইবা বৃন্দাবনের মহান মাধুর্য্যে প্রবেশ করত? কেইবা শ্রীমতি রাধারাণীকে উপলব্ধি করতে পারত, যিনি অপ্রাকৃত প্রেমামৃতের মাধুর্য্যরসে পূর্ণ? কেবল ভগবান শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই কৃপা করে এই সবকিছু প্রকাশিত করেছেন, যা আমরা অনুভব করতে পারছি। (শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত, পাঠ-১৩০)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিস্ময়কর কৃপাই ইস্পাত কঠিন হৃদয়কে গলাতে পারে এবং এমনকি তার কৃপায় অতি পাপী ব্যক্তিও ।

জপকালে তাদের নিজেদের চিন্ময় উপলব্ধির মাধ্যমে প্রেমের অশ্রুধারা অনুভব করতে পারেন? যারা এই বইটি পড়ছেন তাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অনুরোধ এই যে, তারা যেন ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা অন্বেষণ করেন এবং সেই শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে কোন বাধা ছাড়াই ভক্তিপথে অগ্রগতি লাভ করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা অন্বেষণ দ্বারা কি বোঝায়? এটা তার লীলা, তার শিক্ষা চিন্তন এবং তার অভিলাষ পূরণের মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করা বোঝায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি বিশ্বাস অর্জনের পর, প্রত্যেকের তাঁর প্রদত্ত নির্দেশগুলি অনুসরণ করা উচিত ঃ

১. সর্বদা কৃষ্ণের দিব্য নাম জপ।

২. প্রত্যেককে ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসরণের শিক্ষা দেওয়া।

৩. এবং এইভাবে একজন গুরু হয়ে এই পবিত্র ভূমির প্রত্যেককে মুক্ত করার চেষ্টা করা।

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অঙ্গীকার করেছেন যে, যারা এই নির্দেশগুলো অনুসরণ করবে এমনকি যদি তারা গৃহে থেকে নিষ্পাপ জীবনযাপনও করেন, তাদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতি কখনো ব্যাহত হবে না। তিনি বলেছেন, এই ধরনের অনুসারীরা শীঘ্রই তার সঙ্গ লাভ করবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন ঃ "ভক্ত যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসরণ করেন, তাহলে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গ লাভ করবেন। তিনি যেখানেই থাকুক না কেন, সেই স্থানটিকে তিনি

বৃন্দাবন বা নবদ্বীপে রূপান্তরিত করবেন। অর্থাৎ জড় জগতের প্রভাব তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না। কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি লাভ করার এইটিই হচ্ছে পন্থা।

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য ৭/১২৯, তাৎপর্য)

যদি আপনি মনে করেন যে, এমনকি প্রাচীনকালের মহান ঋষিরাও কৃষ্ণপ্রেমের উন্নততর স্তর লাভ করতে পারতেন না এবং সেজন্য বিংশ শতাব্দীর একজন ব্যক্তি হিসেবে এটা আপনার জন্য আরো কঠিন। তাহলে দয়া করে মনে রাখুন যে, কৃপা আমাদের অযোগ্যতার শূন্যস্থানগুলো পূরণ করে দিতে পারে। দয়া করে আপনার দ্বিধাসমূহ ত্যাগ করার চেষ্টা করুন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণপদ্মে এবং তাঁর মধুর ও শিক্ষনীয় লীলার পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করুন। আপনি আপনার জীবনকে অলৌকিকভাবে উন্মোচিত হতে দেখবেন। যাহোক আন্তরিকতা এবং ঐকান্তিকতা ব্যতীত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি দিব্য নামের জন্য প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরোপলব্ধির এই উচ্চতর উপহার লাভ করা সম্ভব নয়।

আসুন শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের রচিত একটি শ্লোকের মাধ্যমে শেষ করি, যাতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টিতে সিক্ত দিব্যনাম প্রত্যেককে উদ্ধার করতে পারে।

"হে ভ্রাতা এবং ভগ্নী, এমনকি যদি তুমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চমৎকার এবং শক্তিশালী নাম জপ কর, যদি তুমি তাঁর উজ্জল এবং মনোমুগ্ধকর চিন্ময় স্বরূপের ধ্যান কর, যা সমগ্র জগতের মঙ্গলবিধান করে, তবুও তুমি আর শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের চমৎকার

অমৃত লাভের আশা করতে পার না, যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি তোমার উপর পতিত না হয়।" *

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, শ্লোক-৮২)

যারা এই ছোট্ট গ্রন্থের সুগভীর শিক্ষা উপলব্ধি এবং প্রয়োগ করতে পারবে, তারা প্রত্যেকেই কিভাবে তাদের আধ্যাত্মিক জীবন প্রস্ফুটিত হবে তা দেখার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং তারা ঈশ্বরোপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে পারবে। আমার গুরুদেবের কৃপায়, যিনি এই শূন্য হৃদয় শিষ্যের প্রতি করুনা প্রদর্শন করেছেন, আমি তাঁর প্রকাশিত কিছু সত্যকে ভাগাভাগি করে নেয়ার চেষ্টা করেছি। যদি আমি এ বিষয়ে আমার পাঠকদের সামান্যতমও সেবা করতে পারি, আমি আমার প্রচেষ্টা সার্থক মনে করব। হরে কৃষ্ণ!

---

* ভারতঃ কীর্তয়নাম গোকুলপথের উদ্দ্যমনামবলিং
যদ স ভাবয়ে তস্য দিব্যমধুরং রূপং জগতমঙ্গলম্ ।
হত প্রেমমহারসোজ্জলপদে নাশপি তে সম্ভবেৎ
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর যদি কৃপাদৃষ্টিঃ পতেন ন ত্বয়ি ॥

****

পরিশিষ্ট–১

কাম এবং তার সঙ্গীদের যুক্তবৈরাগ্যে নিযুক্তকরণ

আমরা আমাদের পার্থিব প্রবণতাগুলোকে বারবার দমিয়ে রাখার চেষ্টা করি, কিন্তু কখনোই তা দীর্ঘক্ষণ দমিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। বরং তাদের ভগবদ্ভক্তির পরিশুদ্ধ প্রকৃতির সংস্পর্শ নিয়ে আসার মাধ্যমে তাদের রূপান্তর করাটাই অধিক কার্যকরী। কাম এবং অনুরূপ বস্তুগুলো বিস্ময়কর আবেগপ্রবণ শক্তি বহন করে, যদি আমরা সেই শক্তিতে লাগাম দিয়ে এটিকে কৃষ্ণের অভিমুখে পরিচালিত করায় ব্যবহার করতে পারি, তাহলে আমরা দ্রুত সফলভাবে এইসব ক্ষতিকর প্রবণতাগুলোকে গুটিয়ে আনতে পারব। যাহোক, এতে মনোযোগ, সততা এবং প্রভেদসহ আরো অনেককিছু প্রয়োজন। নতুবা এসব বস্তুগুলো আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণনা করেছেন, কিভাবে কাম এবং তার সঙ্গীদের ভগবৎ ভক্তিতে নিযুক্ত করা যায়। সতর্কতার সাথে তাঁর বাক্য পালন করুন। কেননা যখন আপনি কাম, ক্রোধ এবং লোভের সাথে মেলামেশা করবেন, তখন আপনি একটি বন্য জন্তুর পিঠে আরোহন করছেন!

একজন ভক্ত, কৃষ্ণ সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা এবং কৃষ্ণ সেবাভিত্তিক তার বৈষ্ণব পরিবার রক্ষনাবেক্ষনের প্রতি তাঁর কামকে নিযুক্ত করেন। তিনি কখনোই পরস্ত্রী উপভোগ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়, নাম যশের বাসনা, প্রতারণা বা চুরি করার মত পাপকর্মে নিযুক্ত হন না।

তিনি তাদের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করেন, যারা কৃষ্ণ এবং বৈষ্ণবদের প্রতি ঈর্ষান্বিত। এইভাবে তিনি জড়সঙ্গ থেকে দূরে অবস্থান করেন। তিনি অন্যদের দমন এবং পীড়ন করা বর্জন করেন। এভাবেই তিনি ক্রোধকে বৃক্ষের মত গভীর সহিষ্ণুতায় রূপান্তরিত করেন।

তিনি তাঁর লোভকে কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাসময় রস আস্বাদন করার জন্য ব্যবহার করেন এবং সেজন্য তিনি সুস্বাদু খাদ্য আহার, বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান, সুন্দরী নারী উপভোগ বা অফুরন্ত সম্পদ অর্জনের প্রতি লালায়িত হন না।

তিনি তাঁর মোহকে চিন্ময় রস অর্জন, শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্য এবং বৈষ্ণবদের গুণাবলী দ্বারা বিমোহিতকরণে ব্যবহার করেন।
তিনি অন্যদের প্রতি ঈর্ষা এবং উৎপীড়ন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন। এই পন্থায় জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে, আর পাপ করার কোন সুযোগ থাকে না।" (সজ্জন তোষনী ৮/৯)

মন নিয়ন্ত্রনে ভক্তিমূলক পদ্ধতিই অতীব কার্যকরী

পবিত্র শাস্ত্রসমূহ কিছু সংখ্যক পদ্ধতি নির্দেশ করে, যা দ্বারা আমরা মনকে একাগ্র করতে পারি, তখন থেকেই সকল যোগ প্রথায় মানসিক নিয়ন্ত্রনই অগ্রগতি লাভের মূল চাবিকাঠি। এদের মধ্যে কিছু পদ্ধতির সাথে নিয়মানুবর্তিতা, নিয়ন্ত্রন, পরিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসের কৌশল, যুক্তিবিদ্যা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং আরো অনেক কিছু জড়িত।

যাহোক পবিত্র শাস্ত্রসমূহ একটি একক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে ঃ

সূর্য উদিত হলে যেমন অন্ধকারের সকল চিহ্ন দূরীভূত হয়, ঠিক

তেমনি হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাবের ফলে প্রথমে সকল জড় বাসনা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে তা অন্তঃর্হিত হয়। যদি ভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃতে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবুও কৃষ্ণ সম্পর্কে বা কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করার মাধ্যমে, ভগবান ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। দিব্য নাম জপে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে অসমর্থ হয়ে কারো নিরুৎসাহিত হওয়া উচিত নয়। বরং জড় আসক্তি রয়েছে বুঝতে পারার পরও জপ চালিয়ে যাওয়া এবং তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কৃষ্ণের কছে প্রার্থনা করা উচিত। এ ধরনের একজন ভক্ত অনুভব করেন ঃ

"ওহ, আমি এখনো বদ্ধ রয়েছি। যখন আমি সর্বোৎকৃষ্ট দিব্য নাম জপ করি, আমার মন দিগবিদিক ভ্রমণ করে। এটি আমার অতীত ও বর্তমান জড় আসক্তি এবং ভগবানের প্রতি আসক্তিহীনতার ফল।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রার্থনা করেছেন ঃ

আমার এখন পার্থিব সম্পর্কের প্রতি প্রবল আসক্তি রয়েছে। "আমি প্রার্থনা করি যে, অনুরূপ আসক্তি যেন আপনার শ্রীচরণপদ্মের প্রতি বিকশিত হয়।"

(শ্রী শিক্ষাষ্টক, গীতি-৪, গীতাবলী)

এই স্তরে ভক্তরা জড় কার্যকলাপের গভীরে প্রবেশ করে এবং নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সততার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করে ঃ

"আমি কি সেই মাতালের মত নই, যে মদ্যপানের ভয়াবহ পরিণতি লক্ষ্য করে মদ্যপান ত্যাগ করতে চায়? কিন্তু হায়, যখন আমি এর নিকটে এসে ঘ্রান গ্রহণ করি, আমি বুঝতে পারি

যে, আমি এখনো আসক্ত। এ তো উভয় সংকট। আজ আমি অসহায়ভাবে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। দয়া করে, আমার সকল ক্ষতিকর জড় আসক্তি দূর করে তাদের সাথে আপনার ও আপনার সাথে সম্পর্কিত সবকিছুর বিনিময় করান।"

যখন কৃষ্ণ আমাদের কৃত্রিমতা ও প্রতারণা বর্জিত আন্তরিক মনোভাব দর্শন করেন, তিনি দ্রুত যথাযথভাবে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেন এবং শুদ্ধ প্রেমলাভের সকল বিরুদ্ধ বাসনা পরিশুদ্ধ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়েই বিরাজ করেন এবং যিনি হচ্ছেন সাধুবর্গের সুহৃদ। তিনি তাঁর পবিত্র কথা শ্রবণ এবং কীর্তনে রতিযুক্ত ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত ভোগ-বাসনা বিনাশ করেন।" (ভাঃ ১/২/১৭)

এই শ্লোকটি দিব্যনাম জপের সাথেও সম্পর্কিত। দিব্য নাম আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে তাদের পরিশুদ্ধ করেন!

****

পরিশিষ্ট-২

অনেক ভক্তদের অসুস্থতার সাথে লড়াই করতে হয়, বিশেষত যখন তারা বৃদ্ধ হন।

এখানে কিভাবে দিব্য নাম সকল রোগের নিরাময় করে তার একটি চমৎকার উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

"দিব্য নামই সকল রোগের নিরাময়"

শ্রীল গৌরগোবিন্দ স্বামী মহারাজ প্রদত্ত

যদি কেউ কর্ণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধুর লীলা শ্রবণ করে। তাহলে তার হৃদয়ের সমস্ত জড় কলুষ পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেই হৃদয়টি পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

অন্যথায়, কিভাবে তুমি তোমার হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করবে? কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানী আছেন কি যিনি জানেন কিভাবে তা করতে হয়? চিকিৎসা বিজ্ঞানী তোমার নাড়িভুড়ি পরিষ্কার করতে পারেন, কিন্তু তিনি তোমার হৃদয় পরিষ্কার করতে পারেন না। প্রার্থনায়, শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর সেই পদ্ধতি দিয়েছেন ঃ চৈতন্য মহাপ্রভুর মধুর লীলা শ্রবণ কর– গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্মল ভেল তার - তাহলেই হৃদয় নির্মল হয়ে যাবে।

[নিম্নোক্ত শ্লোকগুলিতে আমরা জানতে পারব যে, জপ শুধুমাত্র হৃদয়ের রোগ নিরাময় করে না বরং শারীরিক রোগও নিরাময় করে।]

অচ্যুতানন্দগোবিন্দ নামোচ্চারণাবিষ্ট।
নাশয়ন্তি সকলরোগঃ সত্যং সত্যং বদাম্যাহম॥

আমি এটাকেই চরম সত্য বলে স্বীকার করি যে, অচ্যুত, আনন্দ

এবং গোবিন্দের নাম স্মরণ করার মাধ্যমে কেউ সবল হতে পারে এবং সকল রোগ থেকে মুক্ত হতে পারে।

(বৃহৎ নারদীয় পুরাণ)

ন সাম্ব ব্যাধিযং দুঃখং হেয়ং নন্যঔষুধায়রপি।
হরিনামষুধং পিত্ত্ব ব্যাধি স ত্যাজো ন সংশয়ঃ॥

হে সাম্ব! যে সব রোগ অন্যসকল ঔষধ দ্বারা নিরাময় হয় না, কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের এই মহৌষধ গ্রহণের মাধ্যমে তারা অবশ্যই দূরীভূত হয়।

পরাশর সংহিতা (হরিভক্তিবিলাস ১১/৩৫৪ থেকে উদ্ধৃত)।

আধ্য ব্যাধয়ো যস্য স্মরণং নামকীর্তনাৎ।
তদৈব বিলায়ং যান্তি তম্ অনন্তং নমাম্যাহম॥

আমি অনন্ত ভগবানকে আমার বিনীত প্রনতি নিবেদন করি, কেননা তাঁকে স্মরণ এবং তাঁর নাম কীর্তনের মাধ্যমে সকল শারীরিক এবং মানসিক রোগ সমূহ সমূলে দূরীভূত হয়।

স্কন্ধ পুরাণ (হরিভক্তিবিলাস ১১/৩৫৫ থেকে উদ্ধৃত)

মহাব্যাধিসমাচ্ছন্ন রাজবধোপাপিদিতাঃ।
নারায়নেতি সংকীর্ত্য নিরাতংক্য ভবেন নরঃ॥

কোন ব্যক্তি যিনি উচ্চমাত্রায় তীক্ষ্ণ এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগসমূহের দ্বারা আক্রান্ত এবং শাসিত শক্তি দ্বারা নিপীড়িত, তারা কেবল শ্রী নারায়ণের নাম জপ করার মাধ্যমে সকল ভয় এবং উদ্বিগ্নতা থেকে মুক্ত হতে পারেন।

বাণী পুরাণ (হরিভক্তিবিলাস ১১/৩৫৬ থেকে উদ্ধৃত)

ব্রাহ্মণরা এই নির্দেশ প্রদান করে রোগ নিরাময় করেন। তাদের

অব্যর্থ ঔষধ রয়েছে। ডাক্তারের ঔষধ ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু এই ঔষধ অব্যর্থ। যদি তোমার দিব্য নামে সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তাহলে এটি অবশ্যই কাজ করবে। যাদের এতে বিশ্বাসের ঘাটতি রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এটি কাজ করবে না।

সংশয়াত্মা বিনশ্যতি–"যার সন্দেহ রয়েছে, সে নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হবে।" [গীঃ ৪/৪০]

(শ্রীকৃষ্ণকথামৃত বিন্দু, প্রসঙ্গ-১৫৫ থেকে উদ্ধৃত)

****

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রত্যেক লেখকের পশ্চাতে একদল সহযাত্রী থাকে, যারা একটি বইকে যথাযথভাবে রূপদানের জন্য প্রথম হস্তলিপি থেকে শুরু করে পরিশেষে পাঠকের হাতে বইটি পৌছানো পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে। সুপ্রাচীনকালের সেই সহযাত্রীদের মত আমাদেরও বিভিন্ন সেবা বন্টনের উপর ভিত্তি করে অনেকগুলো বিভাগ আছে। আমি সেবার ধরণ অনুসারে বিভিন্ন সহায়তাকারীদের একটি তালিকা তৈরি করেছি। আমি তাদের সকলের দ্রুত বর্ধনশীল গভীর আনন্দপূর্ণ মনোভাবের কাছে ঋণী। তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ!

পাঠবিন্যাস এবং প্রতিলিপিকরণঃ নিত্যানন্দ করী দাসী, সদানন্দী দাসী

সম্পাদনা ঃ কৈশোরী দাসী, পামেলা

পরামর্শ ঃ উর্মিলা প্রাভি, তত্ত্ববিৎ প্রভু

আয়োজন ঃ ভানু নন্দিনী দাসী, বেণু গোপাল দাস, দয়াল নিতাই দাস, ভক্ত মজো, মাধব মুনি দাস, ব্রজলীলাবতি দাসী, গোস্পদ্ধ মীরা, অনন্ত বাসুদেব দাস, লবঙ্গলতিকা দাসী।

রান্না ঃ রাধাকৃপা দাসী, কিশোরী দাসী

প্রকাশনা ঃ "দি শরণাগতি পাবলিশিং" এর ধারক ত্রিদেশ রায় দাস এবং দময়ন্তি দাসী এবং একটি চিরবর্ধনশীল উৎসাহী প্রচারক দল।

আমি চরমভাবে পন্ডিতদের সেই দলটির প্রতি কৃতজ্ঞ, যারা শেষ মুহূর্তে কঠিন শ্লোকগুলো, প্রবাদ এবং অতীব লক্ষনীয়ভাবে

মহামন্ত্রের গোপালগুরু গোস্বামী প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুবাদ করতে সহায়তা করেছেন। সেইসব উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণরা হচ্ছেন অমোঘ লীলা প্রভু, দ্বিজমণি প্রভু এবং ভক্ত কিয়ো।

যদিও আমি তার নাম পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমি অবশ্যই পুনরায় বলব যে, নিত্যানন্দকরী দাসী এই গ্রন্থটির প্রারম্ভিক ধাপ হতে চূড়ান্ত সংকলন পর্যন্ত টাইপিং, গবেষণা, পরামর্শ, যোগাযোগ ইত্যাদি অমূল্য সেবার প্রত্যার্পণ ঘটিয়েছেন।

যাহোক আমার প্রধান কৃতজ্ঞতা সেসব দিব্য ব্যক্তিত্বদের প্রতি যারা আমাকে আমার আধ্যাত্মিক জীবন অনুশীলনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, যদিও আমি তাদের একজন ধীর শিক্ষার্থীঃ তারা হচ্ছেন শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ এবং আমাদের মহিমান্বিত গুরু পরম্পরা।

পূর্ববর্তী বইগুলোর মত না হলেও এই ছোট্ট বইটিকে ভালবাসার প্রকৃত শ্রম প্রদান করা হয়েছে। এটি কেবল কিছু দিব্য অনুপ্রেরণা এবং অতি ব্যবহারিক সহায়তার জন্য প্রকাশিত হয়েছে। আমরা অসংখ্য অযোগ্যতার কারণে যদি এতে কোন অসামঞ্জস্যতা থাকে, সেজন্য আমি কৃপালু পাঠকদের কাছে ধৈর্যশীলতা কামনা করছি।

****

লেখক পরিচিতি

শ্রীমৎ শচীনন্দন স্বামী ১৯৫৪ সালে জার্মানীর হামবার্গে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকে তিনি একজন আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানকারী ছিলেন। যুবক বয়সে তিনি সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির গূঢ় শিক্ষা থেকে শুরু করে মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের আধুনিক তত্ত্ব পর্যন্ত সর্বত্র তার প্রত্যাশিত উত্তর খুঁজতে শুরু করেন।

তার এই অনুসন্ধান থেকে তিনি জ্ঞানের একটি ক্ষুদ্র অংশ লাভ করেন যখন ১৯৭১ সালে তাঁর আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণ একটি সুপ্রাচীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শাখা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষা খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমে চরম গন্তব্যে পৌঁছায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় একটি আধ্যাত্মিক পরম্পরা যা স্মরণাতীত কাল হতে শিক্ষা প্রদান করে আসছে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং জীবনধারা লাভ করার পর শচীনন্দন স্বামী শীঘ্রই তার শ্রীগুরুদেব রচিত ভগবদগীতার ইংরেজী সংস্করণের জার্মান ভাঁষায় অনুবাদকরণে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। ১৯৮৯ সালে তিনি আজীবন বৈরাগ্য (সন্ন্যাস) এর ব্রত গ্রহণ করেন এবং স্বয়ং একজন দীক্ষাগুরু হিসেবে সুপ্রাচীন শিষ্য পরম্পরার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

তিনি প্রাচ্য ইউরোপের বিপুল জনগোষ্ঠীর মাঝে ভক্তিমূলক জ্ঞান বিতরণের জন্য কিছু সংখ্যক প্রবর্তিত অনুষ্ঠানের উন্নতি সাধন করেন। এই সবকিছুর মধ্যে দুটি উচ্চমাত্রায় সফল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং এক ধরনের সেমিনার ও সার্বজনীন বক্তৃতা

রয়েছে। এ ধরনের অনুপম এবং অনুপ্রেরণামূলক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে, তিনি দ্রুত বৈদিক আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির একজন কর্ণধাররূপে সুপরিচিত হয়ে উঠেন।

সর্বক্ষণ তিনি তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক অনুশীলনে নিবদ্ধ থাকতেন, বিশেষত ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা এবং অন্যদের মঙ্গলের জন্য আধ্যাত্মিক রিট্রিট পরিচালনা উভয়ের জন্য ভারতের পবিত্র তীর্থস্থানগুলো ভ্রমণে সময় দিতেন। তাঁর তীর্থযাত্রায় তিনি সমগ্র উপমহাদেশ তথা বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রি এবং হিমালয়ের কৈলাশ পর্বত হতে শুরু করে দক্ষিণ ভারতের শ্রীরঙ্গম, মেলকোট, তিরুপতি এবং অহোবালামের পবিত্র মন্দির পর্যন্ত সর্বত্র ভ্রমণ করতেন।

সুনির্দিষ্টভাবে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান, বৃন্দাবনের পবিত্র ভূমিতে একটি উচ্চমাত্রায় সমর্থিত বাৎসরিক রিট্রিটের আয়োজন করতেন। শ্রীমৎ শচীনন্দন স্বামী এখনো সুপ্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতির বিস্তারের ক্ষেত্রে অভিনব প্রচারের পথ প্রদর্শন চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ভারতের "বৃন্দাবন ইনষ্টিটিউট ফর হায়ার এডুকেশন" এবং বেলজিয়ামের ভক্তিবেদান্ত কলেজসহ আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উৎসর্গীকৃত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত নির্দেশক। তিনি আটটি দেশে সক্রিয় বৈদিক বিজ্ঞান, কৌশল এবং দর্শনশাস্ত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় "বেদ একাডেমীর" আধ্যাত্মিক পরিচালক হিসেবেও সেবারত আছেন। তিনি স্বতঃস্ফুর্তভাবে সারা বিশ্বের জনসাধারণকে তার ব্যক্তিগত উদাহরণ, প্রবচন এবং লেখার মাধ্যমে পথপ্রদর্শন ও অনুপ্রাণিত করছেন।

তাঁর পূর্ববর্তী প্রকাশনাসমূহ হচ্ছে, "দি নেকটারিয়ান ওশান অব দি হলি নেম", "দি গায়ত্রি বুক", "দি ওয়ে অব দি গ্রেট ডিপারচার", "দি আর্ট অব ট্রান্সফরমেশন". "স্পিরিচুয়াল টনিক" এবং ভজনসহ একটি দ্বৈত সঙ্গীতের অ্যালবাম "ডিভাইন নেম"।

****

শব্দকোষ

অভিধেয় – কৃষ্ণের সাথে আত্মার সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করার আধ্যাত্মিক কার্যক্রমকে বোঝায়।

আচার্য – যিনি নিজের উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষা দেন।

আগমসমূহ – বেদের অতিরিক্ত অনুমোদিত শাস্ত্র।

অহংকার – মিথ্যা অহংবোধ।

অনর্থ – অপ্রত্যাশিত স্বভাব।

অষ্টাঙ্গযোগ – যোগের আট ধরণের পদ্ধতি।

অষ্টকালীন লীলা – কৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা।

অষ্টক – আটটি শ্লোকে উচ্চারিত প্রার্থনা।

অপরাধ – আইন বা নিয়মের লংঘন।

অর্চন – বিগ্রহ আরাধনা।

অবতার – জড় জগতে আবির্ভূত কৃষ্ণের বিস্তার।

অবিদ্যা – অজ্ঞানতা।

ভজন – শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার বিভিন্ন অনুশীলন। বিশেষতঃ তার দিব্য নাম জপ এবং লীলা, প্রার্থনা, ভগবান সম্পর্কে ধ্যান, প্রণতি নিবেদন ইত্যাদি।

ভক্তি – কৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগজনিত সেবা।

ভাব – কৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেমের প্রারম্ভিক অবস্থা।

ব্রাহ্মণ – বৈদিক সমাজের বুদ্ধিমান শ্রেণীর সদস্য।

ধুতি – মানুষের নিম্নাংশের পরিধেয় কাপড়।

গোপী – ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম শরণাগত ও বিশ্বস্থ ভক্ত।

গৃহস্থ – জীবনের গৃহাধিকারী ধাপ।

হ্লাদিনী – ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়ীনি শক্তি।

জপ – ব্যক্তিগত ধ্যান হিসেবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম জপ।

জ্ঞানী – যিনি জ্ঞানের অনুশীলন করেন, বিশেষত দার্শনিক অনুমান এবং ভগবানের অব্যক্ত ব্রহ্মজ্যোতির ধ্যান করেন।

জীব – জীবন্ত সত্ত্বা, আত্মা।

করতাল – চাকতির মত বাদ্যযন্ত্র।

কর্মী – যিনি সকাম কর্মে নিযুক্ত।

কৃপা – করুণা।

লীলা – ভগবানের চিন্ময় লীলা।

মৃদঙ্গ – ঐতিহ্যবাহী দুইপ্রান্ত বিশিষ্ট মাটির ঢোল।

মায়া – ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মোহময়ী শক্তি যা জড় জগৎকে শাসন করেন এবং জীবসত্ত্বাকে তার চিন্ময় পরিচয় ভুলিয়ে রাখেন।

নাম – দিব্য নাম।

নামাচার্য – দিব্য নাম জপের গুরু।

নামাপরাধ – ভগবানের দিব্য নামের প্রতি অপরাধ।

নবদ্বীপ – একটি পবিত্র স্থান যেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন।

নিম্ব – এক ধরনের বৃক্ষ।

ভগবদ্ভক্তির নয়টি অঙ্গ – শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং ভগবানের অর্চন, ভগবানের প্রতি প্রার্থনা, স্বেচ্ছায় দাস হওয়া, তাঁর আদেশ পালন, তাঁর সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপন এবং সর্বস্ব

নিবেদনের মাধ্যমে কেউ ভগবানের সেবার অধিকারী হতে পারে।

নিষ্টা – ভগবদ্ভক্তির সুদৃঢ় পর্যায়।

নিত্যসিদ্ধ – চিন্ময় জগতের নিত্যমুক্ত আত্মা।

প্রসাদ – ভগবানকে নিবেদিত খাদ্য।

প্রয়োজন – আধ্যাত্মিক অনুশীলনের চরম লক্ষ্য।

প্রেম – ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ ভালবাসা।

পুরাণ – বেদের সম্পূরক সাহিত্য।

রস – কৃষ্ণের সাথে সম্পর্কের চিন্ময় রস।

সাধক – আধ্যাত্মিক অনুশীলনের অনুশীলনকারী।

সাধনা – লক্ষ্য অর্জনের অনুশীলন।

সাধু – ভগবানের ভক্ত বা পূণ্যবান ব্যক্তি।

সাধুসঙ্গ – পূণ্যবান ব্যক্তিদের সঙ্গ।

সাধ্য – অনুশীলনের লক্ষ্য।

সম্বন্ধ – ভগবানের সাথে কারো সম্পর্কের জ্ঞান।

সংসার – জন্মমৃত্যুর পুনরাবর্তন চক্র।

সম্বিত – পরমেশ্বর ভগবানের জ্ঞান শক্তি।

সৎসঙ্গ – ভক্তদের সঙ্গ।

শক্তি – বল, ক্ষমতা।

শাস্ত্র – পবিত্র বৈদিক সাহিত্য।

শ্লোক – স্তবক।

শুদ্ধভক্তি – ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম।

তুলসী – জড় জগতে বৃক্ষরূপে বিদ্যমান ভগবানের মহান ভক্ত।

বৈরাগী – যিনি জীবনের ত্যাগী পর্যায়ে অবস্থিত।

বাণী – আধ্যাত্মিক কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত শিক্ষা এবং নির্দেশ।

যজ্ঞ – বৈদিক যজ্ঞ।

যোগসিদ্ধি – অলৌকিক শক্তি অর্জন।

যোগী – একজন অলৌকিকতাবাদী, যিনি যোগের অনুমোদিত অনেক রূপের একটি আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতার পদ্ধতি অনুশীলন করেন।

যুক্তবৈরাগ্য – আধ্যাত্মিক অগ্রগতিতে জড় সুযোগ সুবিধার নিযুক্তকরণ।

****

ভিক্টোরী ফ্ল্যাগ এর প্রকাশনা সমূহ